রাঁচি, শনিবার

24:06:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

08

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>250 >>08 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৫০ >> << ০৮ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

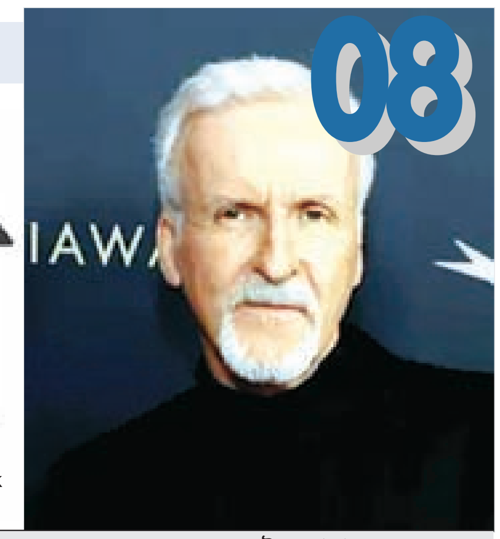

উত্তরপশ্চিম চীনের রেস্তোরাঁয় গ্যাস বিস্ফোরণে ৩১ জন নিহত

বেইজিং ঃ চীনের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে একটি বারবিকিউ রেস্তোরাঁয় রান্নার গ্যাস বিস্ফোরণে ৩১ জন নিহত এবং ৭ জন আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার চীনা কর্তৃপক্ষ একথা জানায়। বুধবার ঐতিহ্যগতভাবে মুসলিম নিংজিয়া হুই অটোনমাস রিজনের রাজধানী ইনচুয়ানের একটি ব্যস্ত রাস্তায় যখন লোকজন ড্রাগন বোট ফেস্টিভ্যাল ছুটির প্রাক্কালে জড়ো হচ্ছিল তখন রাত ৮টা ৪০ মিনিটে স্থাপনাটিতে বিস্ফোরণ হয়। সরকারি সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি একথা জানিয়েছে। সিনহুয়া জানিয়েছে, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বিস্ফোরণের পর আহতদের সর্বাত্মক চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন। এই ধরনের শিল্প দুর্ঘটনা চীনে নিয়মিত একটি ঘটনা। সাধারণত দুর্বল সরকারি তত্ত্বাবধান, দুর্নীতি, নিয়োগকর্তাদের খরচ কমানোর ব্যবস্থা এবং কর্মিদের জন্য সামান্য নিরাপত্তা প্রশিক্ষণকে দায়ী করা হয়। মে দিবসের ছুটিতে চীনের একটি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে বিস্ফোরণে অন্তত নয়জন নিহত এবং হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় আরও তিনজন নিহত হয়েছেন। ফেব্রুয়ারিতে ইনার মঙ্গোলিয়ার একটি বিশাল খোলা কয়লা খনি ধসে ৫৩ জন খনি শ্রমিক নিহত হয়েছিল। এতে অসংখ্য মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

বাজার দর

SENSEX : 62979.37 -259.52
NIFTY : 18665.50 -105.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
32.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .03 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

নারী ও মেয়েদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দেয়নি তালিবান

নিউইয়র্ক ঃ জাতিসংঘ দারিদ্রপীড়িত আফগানিস্তানে নারীদের উপর থেকে তাদের কথায়, শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য নতুন করে যে আহ্বান জানিয়েছে তালিবান বৃহস্পতিবার তা নাকচ করে দিয়েছে। এই প্রত্যাখানের ঠিক একদিন আগেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেকে জানানো হয় যে নিষেধাজ্ঞা আফগান নারী ও মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মের নাগাল পাওয়া থেকে এবং বৃহত্তর অর্থে জনজীবনে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করছে। ২০২১ সালে পুণরায় আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর থেকে তালিবান মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া এবং কিশোরীদের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর উপরের ক্লাসে পাঠগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তারা সরকারি ক্ষেত্রে নারী কর্মচারিদের বাড়িতে থাকার আদেশ দিয়েছে। নারীদের পার্ক ও জিমে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। জাতিসংঘের সমালোচনার জবাবে কাবুলে তালিবান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রক সেই সব মন্তব্যকে দেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষ বলে অভিহিত করেছে। তালিবান সরকারের আনুষ্ঠানিক নাম ব্যবহার করে ঐ বিবৃতিতে বলা হয়, ইসলামিক আমিরেত আফগানিস্তান এমন আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ও দায়দায়িত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা ইসলামি আইনের নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক নিয়ম কিংবা আমাদের জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে না। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সুতরাং আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে হস্তক্ষেপ না করার নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আমাদের শাসন করার নিয়ম ও আইনসহ আমাদের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সকল প্রচেষ্টা বন্ধ করতে বলছি। বুধবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে ব্রিফিংদেয়ার সময়ে আফগানিস্তানে জাতিসংঘেসহযোগিতা মিশনের সাবেক প্রধান রোজা ওতুনবায়ভো তাঁর সংগঠন এবং অন্যান্য সংস্থায় স্থানীয় নারীদের চাকরি দেয়া নিষিদ্ধ করার বিষয়টির তীব্র সমালোচনা করেন।

আসামের বন্যায় পাঁচ লাখ মানুষ আক্রান্ত

গুয়াহাটি ঃ মোট ২২টি জেলায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। প্রায় তিন লাখ মানুষ গৃহহীন।

শুক্রবার আসামের বন্যা পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। প্রায় ২২টি জেলায় জলের পরিমাণ বেড়েছে। চার লাখ ৯৬ হাজার মানুষ সরাসরি বন্যায় বিধ্বস্ত। দুই লাখ ৬০ হাজার মানুষ গৃহহীন। তাদের উদ্ধার করে বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নলবাড়ি, বরপেটা, লখিমপুর, বাকশা, তমুলপুর, দাড়াং এবং কোকড়াঝাড় অঞ্চলে। এই জেলাগুলিতে সবমিলিয়ে প্রায় এক হাজার পাঁচশ হেক্টর চাষের জমি জলের তলায় চলে গেছে। নষ্ট হয়েছে বিপুল পরিমাণ ফসল।

আসামের প্রশাসন জানিয়েছে, ১৩৬৬টি গ্রাম সম্পূর্ণ জলের তলায়। বৃহস্পতিবার সারা দিন বৃষ্টি হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে। ব্রহ্মপুত্র বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে বইছে। নিমতিঘাট এবং জোরহাটে লালসংকেত জারি করে রাখা হয়েছে। ধুবরি এবং বেকি নদী বিপদসীমার উপরে। মানস নদী এবং পাগলাদিয়া নদীও বিপদসীমার উপরে। ফলে চারদিক থেকে জল ঢুকছে বসতি অঞ্চলে।

প্রশাসনের তরফে এখনো পর্যন্ত ৮৩টি আশ্রয় শিবির তৈরি করা হয়েছে। ত্রাণ বন্টনের জন্য ৭৯টি শিবির তৈরি হয়েছে। আশ্রয় শিবির আরো বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

২২টি জেলায় হাজার হাজার মানুষ হাইরোড, নদী সংলগ্ন উঁচু বাঁধ এবং রেল লাইনে অস্থায়ী শিবির বানিয়ে থাকছেন। বিপর্যয় মোকাবিলা দল গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৬১টি জন দুর্গতকে উদ্ধার করেছেন বলে জানিয়েছে। এখনো পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তবে বহু এলাকা থেকেই নিখোঁজের খবর আসছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, জল যেভাবে বাড়ছে, তাতে সমস্ত এলাকায় পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। এখনো পর্যন্ত ১০টি বাঁধ, ৯২টি রাস্তা, তিনটি সেতু জলের তলায় চলে গেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতীয় অংশে জম্মু বিভাগে জঙ্গীবাদ বাড়ছে

নিউ ইয়র্ক ঃ ভারতের এক সাবেক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ২০ জুন ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানিয়েছেন যে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের জম্মু এলাকায় ১৪ বছর পর বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের জঙ্গীবাদের পুনরুত্থান ঘটেছে। ২০২১ সাল থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ছয়টি প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। ঐ ঘটনায় ১০ জন বেসামরিক নাগরিকসহ ৩৩জন প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯৯০ সালে প্রথম জঙ্গিবাদের ঢেউ শুরু হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর নর্দার্ন কমান্ডের প্রাক্তন জেনারেল অফিসার কমান্ডিংইনচিফ দীপেন্দ্র সিং হুদা বলেন,জঙ্গিবাদ পুনরুত্থানের দুটি কারণ হচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকায় ভারত সরকারের কঠোর দমননীতির কারণে জঙ্গিরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং চীনের সাথে সীমান্ত সমস্যা মোকাবেলায় জম্মু থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়া। হুদা বলেন, লাদাখে চীনের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনা মোকাবেলায় সেনা মোতায়েনের ফলে জম্মুর কিছু এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কমে গিয়েছে । তিনি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি কমে যাওয়ায় সন্ত্রাসীদের এই অঞ্চলে তাদের তৎপরতা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । ২০ এপ্রিল জঙ্গিরা ভিম্বার গলি এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে আক্রমণ চালালে পাঁচ সেনা নিহত হন এবং একজন গুরুতরভাবে আহত হন। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ রেখার ২২৫ কিলোমিটার যা লাইন অফ কন্ট্রোল নামে পরিচিত অংশে রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলার ঘন জঙ্গলে জঙ্গিরা পালিয়ে যায় । ঐ হামলার প্রতিক্রিয়ায় সেনাবাহিনী ওস্থানীয় পুলিশের একটি যৌথ দলজঙ্গিদের খুঁজে বের করতে জঙ্গলে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করে। এর দুই সপ্তাহ পরে ২০২৩ সালের ৫ মে, জঙ্গিরা সেনা দলের উপর আক্রমণ করে এবং পাঁচ জনকমান্ডো হতাহত হয়। পুঞ্চ জেলার তোট্টা গলির বাসিন্দা ৬৫বছর বয়সী মুন্সি খান ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, জঙ্গিবাদের প্রাথমিক পর্যায় শেষ হবার পর ২০০৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলটি স্থিতিশিল ছিল। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে রাজৌরি ওপুঞ্চ জেলার ভাট্টা ডুরিয়ান জঙ্গলে জঙ্গিরা ভারতীয় বাহিনীর ওপর দুটি প্রাণঘাতী হামলা চালায়। ১১অক্টোবরের হামলায় পাঁচ জন এবং ১৫ অক্টোবরের আক্রমণে আরও চারজন সৈন্য নিহত হয়।

ক্রাইমিয়ার সাথে সংযোগকারী সেতুতে আঘাত করেছে ইউক্রেন ঃরাশিয়া

মাস্কো ঃ রুশ কর্মকর্তারা বলেছেন, বৃহস্পতিবার রাতভর ইউক্রেনীয় বাহিনীর হামলায় ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের সাথে দক্ষিণ ইউক্রেনের খেরসন অঞ্চলের সংযোগকারী একটি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাশিয়া ২০১৪ সালে ক্রাইমিয়া দখল করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রাশিয়ার এমন পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছে। সেতুটি ক্রাইমিয়া এবং রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন ইউক্রেনের অন্যান্য অংশে মধ্যে চলাচলের জন্য রুশ বাহিনী দ্বারা ব্যবহৃত রুটে অবস্থিত। বুধবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তারা এমন দেশগুলোকে লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞাগুলোর ফাঁকফোকর ব্যবহার করছে এবং কার্যকরভাবে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ১৬ মাসের আক্রমণকে সমর্থন করেছে। ২৭দেশীয় ইইউ এর আগে রুশ কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ১০ দফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। সে সময় সম্পদ জব্দ করা হয়েছিল এবং ১ হাজার জনের বেশি কর্মকর্তার ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন তুরস্ককে নেটোতে সুইডেনের যোগদানকে সমর্থন করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড সদস্যপদ পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে। ফিনল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে এপ্রিলে যোগদান করেছিল, কিন্তু সুইডেনের যোগদান তুরস্কের আপত্তির কারণে আটকে আছে। তুরস্ক বলেছে, তারা যে গ্রুপগুলোকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে বিবেচনা করে সেগুলোর বিরুদ্ধে সুইডেনের পদক্ষেপের অভাব ছিল। লিথুনিয়ার ভিলনিয়াসে নেটো নেতাদের একটি শীর্ষ সম্মেলনের তিন সপ্তাহ বাকি আছে। সুইডেন আশা প্রকাশ করেছে, তারা নেটো জোটে যোগ দিতে সক্ষম হবে।

পুনর্গঠন ▶ পুনর্গঠন কাজে রাশিয়ার জব্দ করা সম্পদ কাজে লাগানোর অনুমোদন দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিমেহাল

ইউক্রেন পুনর্গঠনে রাশিয়াকে টাকা দিতে হবে ঃ জার্মানি

বার্লিন ঃ ইউক্রেন পুনর্গঠনে ৬০ বিলিয়ন ইউরো দেয়ার অঙ্গীকার করেছে ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। তবে জার্মানির উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী স্ফেনিয়া শুলৎসে বলছেন, এই কাজে রাশিয়াকে টাকা দিতে একদিন বাধ্য করতে হবে।

''তারা যা ধ্বংস করেছে তা ঠিক করার জন্য টাকা দিতে হবে। এটাই আন্তর্জাতিক আইন,'' বলেন স্ফেনিয়া শুলৎসে।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'ইউক্রেন রিকভারি কনফারেন্স'এ অংশ নেন তিনি। ৬০টির বেশি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সম্মেলন শেষে ৬০ বিলিয়ন ডলারের অঙ্গীকার পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য। এর মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার দিচ্ছে ইইউ। যুক্তরাষ্ট্র ১.৩ বিলিয়ন ডলার দেয়ার পরিকল্পনা করছে, যা ইউক্রেনের জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে খরচ করা হবে। যুক্তরাজ্য ৩০৫ মিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছে। এছাড়া জার্মানি ত্রাণ সহায়তা হিসেবে ৩৮১ মিলিয়ন ইউরো দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এছাড়া গুগল, সিমেন্স, ভোডাফোন, ভার্জিন গ্রুপ ও রোলস রয়েসসহ ৪২ দেশের প্রায় ৫০০ কোম্পানিও সহায়তার অঙ্গীকার করেছে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি।

ইউক্রেন পুনর্গঠনে ৪১১ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলে গত মার্চে জানিয়েছিল বিশ্বব্যাংক।

জার্মানির উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী শুলৎসে বলেন, ইইউর সদস্য হতে আবেদন করেছে ইউক্রেন। সে কারণে দেশটিতে এখন বিনিয়োগ করা আকর্ষণীয় ব্যাপার, কারণ, ইউক্রেন সদস্যপদ পেলে বড় বাজার ধরার সুযোগ পাবেন বিনিয়োগকারীরা।

ইউক্রেনে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী কোম্পানিদের ঝুঁকি কমাতে কিছু নিশ্চয়তা দেয়া যায় কিনা, তা নিয়েও লন্ডন সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মানা জার্মান কোম্পানিগুলোর জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে জার্মানিতে আছে বলে জানান শুলৎসে। ''সেটা সফল হচ্ছে। অন্যদের জন্য তা উদাহরণ হতে পারে,'' বলে মনে করেন তিনি।

ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস শিমেহাল সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ইউক্রেন পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ''আমরা যুদ্ধ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি না,'' বলেন তিনি।

এদিকে, পুনর্গঠন কাজে রাশিয়ার জব্দ করা সম্পদ কাজে লাগানোর অনুমোদন দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিমেহাল।

পরবর্তী ইউক্রেন রিকভারি কনফারেন্স ২০২৪ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হবে।

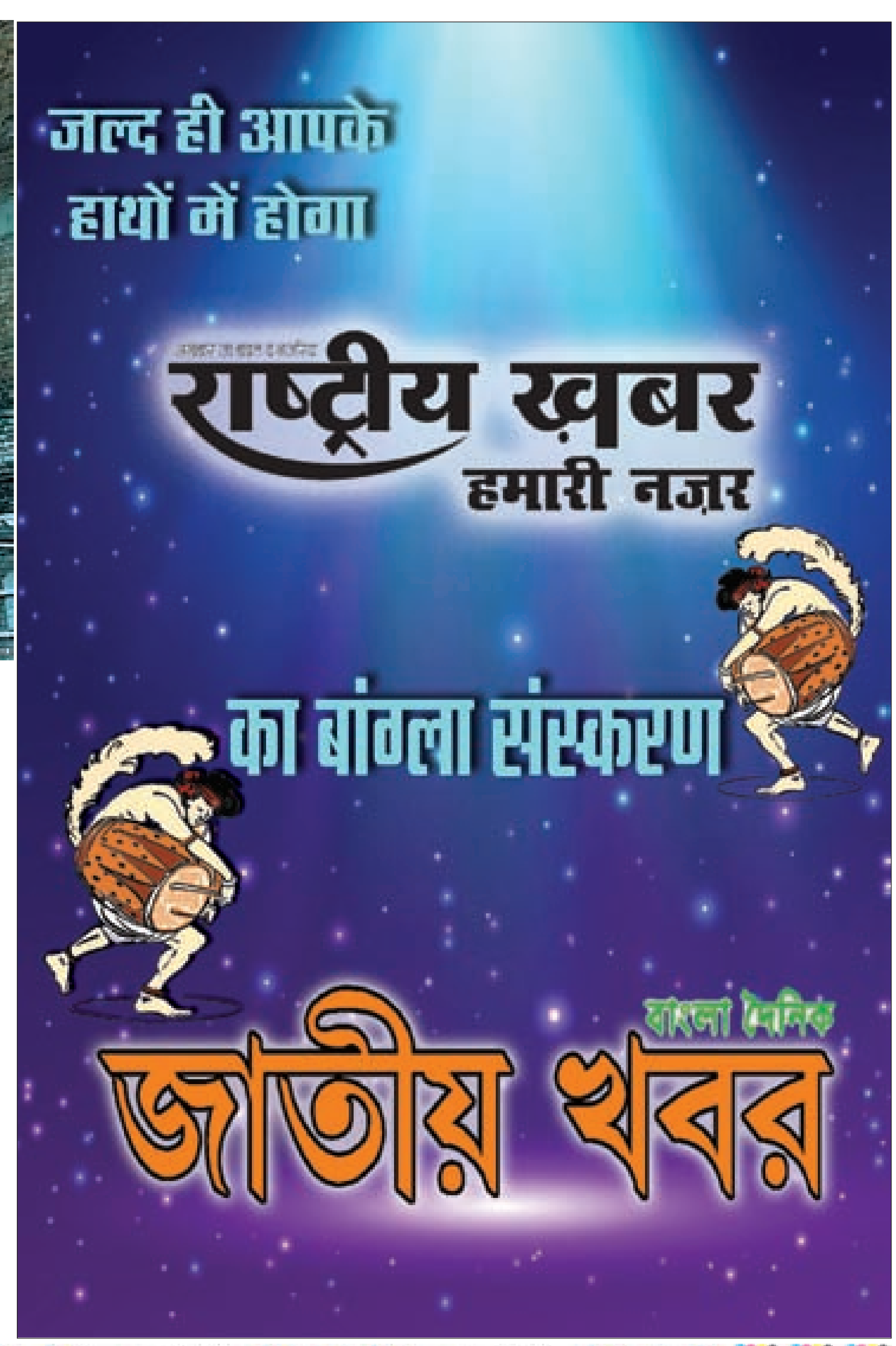

১১০০০ ভোল্টে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল শ্রমিকের

মালদা ঃ ১১০০০ ভোল্টে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল শ্রমিকের।জানা গিয়েছে মৃত শ্রমিকের নাম মসিউর রহমান (বয়স ৫০)।বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিকোডাঙা গ্রামে। তার দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে বাড়িতে। মঙ্গলবার সকালে লক্ষণপুর স্ট্যান্ডে দোকান ঘরের ছাউনি মেরামতের কাজ করছিল সে। হঠাৎ ১১০০০ ভোল্টেজের তারে সংঘর্ষ লাগলে ছিটকে পড়ে মসিউর। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে তাকে তড়িঘড়ি করে চাঁচল সুপার স্পেশালাটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দেহটি ময়নাতনদের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছিলো পুলিশ। তারপর ময়নাতদন্ত করার পর দেহটি বাড়িতে নিয়ে আসে এদিন সন্ধ্যায়।ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।পরিবারটি সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিমানবিহারী বসাক বলেন,ঘটনাটি শুনেছি খুব দুঃখজনক ঘটনা।তিনি পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

সিপিআইএম প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ সিপিআইএম প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দিনহাটার নাজিরহাট দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সিপিআইএমের প্রার্থীরা দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় সিপিআইএম এর সাতজন প্রার্থীকে রাস্তায় আটকে তাদের কাছ থেকে আধার কার্ড ভোটার কার্ড সহ বিভিন্ন নথি তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা কেড়ে নেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ দিনহাটা মহাকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিপিআই এর প্রার্থীরা। সিপিআইএমের অভিযোগ জেলা জুড়ে চলছে সন্ত্রাস একই সঙ্গে সিপিআইএম এর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু

আলিপুরদুয়ার ঃ ভোটের মুখে আলিপুরদুয়ার জেলা মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ম্যাকউইলিয়াম স্কুলের পাশে ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।এটি চলবে সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত।মূলতকেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা,দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি,কুৎসা অপপ্রচার,আবাস যোজনা,১০০ দিনের কাজ সহ অন্যান্য খাতে বাংলার টাকা অবিলম্বে দেওয়ার দাবিতে এই ধর্না ও বিক্ষোভ।গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে এই ধর্নায় সামিল হয়েছেন মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।রাজ্য জুড়ে এই কর্মসূচি চলছে।

আবারো ভগবান রুপে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পাশে দাঁড়ালেন সৃষ্টি ফাউন্ডেশন

কোথায় আছে যার কেউ নেই তার মাথার উপর ভগবান আছে।।

তার জলজ্যান্ত উদাহরণ শিলিগুড়ির সৃষ্টি ফাউন্ডেশন।

শিলিগুড়ি ঃ দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারে অর্থের অভাবে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে পারছিলেন না অসহায় বাবা মা ,,অবশেষে ভগবান রূপে সেই অসহায় বাবা মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের একমাত্র মেয়ের বিয়ের জন্য যাবতীয় খরচ নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে আর দশটা বিয়ের মতোই ধুমধাম করে তার বিয়ের আয়োজন করলেন সৃষ্টি ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

শিলিগুড়ির পূর্ব ফোকদই বাড়ির বাসিন্দা নিকিতা হাওলাদার।।তার বাবা নিপেন হাওলাদার দীর্ঘদিন ধরে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী,,মা মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছেন।

এদিকে একমাত্র মেয়ের বিয়ের জন্য সম্বন্ধ ঠিক হয়ে থাকলেও টাকার অভাবে কোনোমতেই চার হাত এক করতে পারছিলেন না অসহায় বাবা মা। এদিকে বিয়ের দিনক্ষণ ও ঠিক হয়ে গেছে।।

এই মত অবস্থায় কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না অসহায় পরিবারটি।

অবশেষ সেই খবর পৌঁছায় সৃষ্টি ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার গৌতম গোস্বামীর কাছে। এই খবর শোনা মাত্রই ওই দরিদ্র পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়ে ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ের আয়োজন করলেন সেচ্চসেবী সংহস্তা সৃষ্টি ফাউন্ডেশন।

কোনে সাজানো থেকে বিয়ের মন্ডপ, অতিথি আপ্যায়ন কোন কিছুতেই খামতি রাখেননি তারা। দুঃস্থ পরিবারে হঠাৎ করে বিয়ের জন্য এমন এলাহী আযেজন দেখে হতভাগ গ্রামের বাসিন্দারাও। অবশেষে সৃষ্টি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় রবিবার নিকিতা ও মানিকের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। এদিন সকাল থেকে সৃষ্টি ফাউন্ডেশন এর সদস্যরা বিয়ের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এ বিষয়ে সৃষ্টি ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার গৌতম গোস্বামী জানান বিগত দিনেও আমরা এরকম কাজ করে এসেছি। খুব ভালো লাগছে। আগামীতেও এরকম অসহায় অভাবী পরিবার গুলির পাশে দাঁড়িয়ে দরিদ্র বাবা মায়ের মুখে একটু হাসি ফোটাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব।।

গৌতম গোস্বামী ছাড়াও এদিনের এই মহৎ কাজের সাক্ষী ছিলেন দৃষ্টি ফাউন্ডেশন এর সদস্য কণিকা রায়,, মতিন চন্দ্র রায়,, নিরঞ্জন সাহা ,রামপ্রসাদ, প্রতীক দত্ত মনীষা সহ সৃষ্টি ফাউন্ডেশন এর সকল শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

ক্লাবের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা করা ও ক্লাবের সামগ্রিক উন্নয়নের সার্থে উত্তরের সকল ক্লাব সমর্থকদের কাছে সাহায্যে আবেদন নিয়ে হাজির ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষ কর্মকর্তারা

শিলিগুড়ি ঃ ক্লাবের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা করা ও ক্লাবের সামগ্রিক উন্নয়নের সার্থে উত্তরের সকল ক্লাব সমর্থকদের কাছে সাহায্যে আবেদন নিয়ে হাজির ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষ কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সকলের কাছে অর্থনৈতিক সাহায্যের আর্জি করলেন ক্লাব কর্তারা। এদিন ক্লাবের কার্যকারী কমিটির সদস্যরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ক্লাবের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও ক্লাবে অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা করতে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে বঙ্গের সকল ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সহযোগিতা চাওয়া হবে। ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে ক্লাবের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে এবার রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করলো কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা

কোচবিহার ঃকেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে এবার রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করলো কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। আজ কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোচবিহার ব্রাহ্ম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় প্রতীকি ধর্না বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আবাস যোজনা টাকা। অতি দ্রুত সমস্ত বকেয়া টাকা প্রদান করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। পাশাপাশি এদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদেও প্রতিবাদ জানায় মহিলা তৃণমূল । আজ কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোচবিহার ব্রাহ্ম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় প্রতীকি ধর্না বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আবাস যোজনা টাকা। অতি দ্রুত সমস্ত বকেয়া টাকা প্রদান করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। পাশাপাশি এদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদেও প্রতিবাদ জানায় মহিলা তৃণমূল

দেশ বিদেশের ২৫০ রকমের আম নিয়ে প্রথম ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হল জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ ছাত্র ছাত্রীদের কুইজ ক্লাবের পরিচালনায় আয়োজিত এই আম উৎসব প্রদর্শনীতে প্রায় ২৫০ প্রজাতির আম তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ কোহিনুর প্রজাতির আম। রয়েছে থাইল্যান্ডের বিখ্যাত ডগ মাই নেম আম।এছাড়া দেশিয় তোতাপুরী, সূর্যপুরী, কমলা ভোগ, কাঞ্চনকষা, ক্ষীরসাপতি, রাজভোগ সহ আরও অনেক দুর্লভ প্রজাতির আম প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আম ভর্তা, আম দই, আম স্কোয়াশ, আম্পানা, আম জ্যাম, আমের আচার সহ প্রদর্শনীতে রয়েছে বিভিন্ন আমজাত দ্রব্য। প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ কর্মী সূর্যকমল বনিক, কাউন্সিলর দিলীপকুমার বর্মা, শিক্ষক সুজয়কুমার বর্মন সহ বিশিষ্টজনেরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ভাস্কর চক্রবর্তী বলেন, আম আমাদের অর্থনৈতিকভাবে কতটা প্রভাব বিস্তার করে তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে বলেন, প্রথমবার জলপাইগুড়িতে এই আম উৎসব ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে ভীষণ সাড়া পাচ্ছি। ছাত্রদের পাশাপাশি শহরবাসীও খুব উৎসাহিত। আগামী বছর জলপাইগুড়ি শহরে আমরা তিন দিনব্যাপী আম উৎসবের আয়োজন করবো। ২৫০টির বেশি প্রজাতির আম প্রদর্শন করা হবে। সেখান থেকে যে টাকা উপার্জন হবে তা আমরা দুস্থ ছাত্র ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেব।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু সিপিএম প্রার্থীর !

কোচবিহার। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু সিপিএম প্রার্থীর !। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার শীতলখুচির খলিসামারি গ্রামের বাসিন্দা আয়েশা তাঁর ছেলের স্কুটিতে চেপে শীতলখুচি বিডিও অফিসে যান মনোনয়ন জমা দিতে। সিপিএম প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে আবার ছেলের স্কুটির পিছনের আসনে বসে বাড়ি ফিরছিলেন। বাউদিয়া বাজার এলাকায় একটি ডাম্পার দ্রুত গতিতে এসে তাঁদের স্কুটিতে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। মা ও ছেলে দু'জনেই রাস্তার এক ধারে ছিটকে পড়েন। আয়েশা বিবির মাথায় আঘাত লাগায় দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। সামান্য আহত হয়েছেন তাঁর ছেলে। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব। সিপিআইএমের জেলা কমিটির সদস্য সদানন্দ রায় বলেন, ''আয়েশা বিবি খলিসামারি ১৪৫ নাম্বার বুথের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটি ডাম্পারের চাকার নীচে চাপা পড়ে মারা যান।'' তিনি এই দুর্ঘটনার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে দায়ী করেছেন। সদানন্দ আরও বলেন, ''প্রশাসনকে বার বার বলা হয়েছে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য। ওই এলাকায় যে ভাবে ডাম্পার যাতায়াত করে তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে রাস্তায় চলাফেরা করাই বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। আমরা চাই, অতি দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।'' দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, ''মনোনয়ন জমা দিয়ে বাড়ির ফেরার পথে রাস্তার কাজে ব্যবহৃত ডাম্পার এবং স্কুটিটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। তাতে ঘটনাস্থলেই ১ জন মারা যান। এ বিষয়ে আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি। যদিও প্রাথমিক তদন্তে এটি একটি দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। ডাম্পারটিকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু চালক পলাতক। তাঁর খোঁজ চলছে।''

কড়া পুলিশি প্রহরায় মনোনয়ন পত্র তোলা এবং দাখিল করার কাজ শুরু হোলো জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ সোমবার জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিস চত্তরে কড়া পুলিশি আয়েজনের মধ্যে দিয়ে চলছে মনোনয়ন পত্র তোলা এবং দাখিল করার কাজ।এদিন মূলত বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম সহ অন্যান্য নির্দল প্রার্থীদের মনোনয়ন পর্ব চলছে। প্রার্থী' সহ মোট দুইজন করে ভিতরে প্রবেশ করছেন। তবে এখনো তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়নি। মোটের ওপর এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে চলছে নমিনেশন পর্ব। তবে বিডিও অফিস গেটের বাইরে রাজনৈতিক দলের বহু কর্মী সমর্থকদের ভিড় লক্ষ করা গেছে। এদিন দল বেঁধে মনোনয়ন জমা দিতে আসলো সিপিএম প্রার্থীরা।

আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূল শিবিরে পঞ্চায়েত প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ অব্যাহত

আলিপুরদুয়ারঃ মনোনয়ন জমা দেওয়ার তিন দিন হয়ে গেল কিন্তু এখনও আলিপুরদুয়ার জেলার কোথাও তৃণমূল মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরু করতে পারেনি। আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূল শিবিরে পঞ্চায়েত প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ অব্যাহত। বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্ষোভের চিত্র সামনে আসছে। সোমবার সকালে জয়গাঁ ত্রিবেণী টোল এলাকার কয়েকশো তৃণমূল কর্মীরা তৃণমূলের জেলা নেতা এবং জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার বাড়িতে এসে প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ জাহির করে। ত্রিবেণী টোল এলাকার তৃণমূলের বুথ সভাপতি ও বুথ কর্মীরা জানান আমাদের গ্রামের তৃণমূলের সমস্ত কর্মীরা মিলে যাকে প্রার্থী করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে তাকে প্রার্থী না করে অন্য কাউকে প্রার্থী করা হচ্ছে এই নিয়ে এলাকায় সমস্ত তৃণমূল কর্মীর মধ্যে ক্ষোভ। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল জেলা নেতা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা জানান কোনো ক্ষোভ নয় দলীয় কর্মীরা আমার বাড়িতে এসে তাদের কথা বলেছে আমরা সবার কথা শুনেছি,তিনি জানান সম্ভবত আগামীকাল থেকে সব এলাকায় তৃণমূলের মনোনয়ন জমার কাজ শুরু হবে।

তিব্র দাবদাহের অবসান, নতুন ভোরের আলো ফোটার আগেই জলপাইগুড়ির মাটি স্পর্শ করলো বর্ষা

জলপাইগুড়ি ঃ প্রায় তিনটি সপ্তাহ ধরে মোনে গেঁথে থাকা ৩৮,৩৯ সংখ্যাটি যেন নিমেষেই মুছে গেল সোমবার সূর্যোদয়ের আগেই পারদ নেমে যেতে থাকলো দ্রুত। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর থেকে প্রকাশিত বর্ষার দিনপঞ্জি মিলে গেলো জলপাইগুড়িতে।নেমেছে বর্ষা।এতদিন প্রখর রোদের উত্তাপ মুখবুজে সহ্য করে যাওয়া গাছের পাতা গুলো যেনো বৃষ্টির জলের স্পর্শ আর মৌসুমী হাওয়ার তালে তালে নেচে উঠে স্বাগত জানালো জলপাইগুড়ির মাটিতে বর্ষা ২০২৩ কে।

সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যেগে চালু হলো আলিপুরদুয়ার তেজপুর বাস পরিষেবা

আলিপুরদুয়ার ঃ সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যেগে আলিপুরদুয়ার বাস স্ট্যান্ড থেকে সোমবার সকালে চালু হলো আলিপুরদুয়ার তেজপুর বাস পরিষেবা। এই প্রথম অসমের তেজপুরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হলো আলিপুরদুয়ারের।আলিপুরদুয়ার থেকে অসমে বাস পরিষেবা থাকলেও তেজপুরে এই প্রথম বাস পরিষেবা চালু হলো।এই বাস পরিষেবার শুভ সূচনা করলেন আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যাবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে।সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় পর্যটক ও আলিপুরদুয়ারের ব্যাবসায়ীরা লাভবান হবেন।এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি সাধারন মানুষ।আর ট্রেনের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবেনা।আলিপুরদুয়ার তেজপুর বাস পরিষেবা নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

মোবাইল চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক নাবালকের

উত্তর দিনাজপুর ঃ মোবাইল চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক নাবালকের। রবিবার সন্ধ্যায় এমনি মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার বাগবাড়ি এলাকায়। জানাযায়, বাগবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিশু পালের নাবালক সন্তান রাজা পাল দিনমজুরের কাজ করে। সন্ধ্যায় কাজ সেরে বছর ১৫ র রাজা পাল বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে মোবাইল চার্জ দিতে যায়। সেই সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ওই নাবালক। ঘটনার জেরে ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। তৎক্ষণাৎ পরিবারের সদস্যরা গুরুতর আহত অবস্থায় রাজাকে উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইটাহার থানার পুলিশ। এরপর মৃত দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠায় পুলিশ। গ্রামের তরতাজা নাবালক ছেলের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে বাগবাড়ি এলাকায় সহ তার পরিবার সহ বাগবাড়ি এলাকায়।

DCR কাটা কে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর বিডিও অফিসে

উত্তর দিনাজপুর ঃ DCR কাটা কে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর বিডিও অফিসে,স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ইসলামপুর ব্লক এর তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ডিসিআর কাটার সময় এই উত্তেজনা সৃষ্টি হয় ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থানার পুলিশ গিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ফালাকাটার স্টেশনে মৃতদেহ নিয়ে নামতেই স্টেশনে আটকে দিলেন স্টেশন কর্তৃপক্ষ

আলিপুরদুয়ারঃ ফালাকাটার স্টেশনে মৃতদেহ নিয়ে নামতেই স্টেশনে আটকে দিলেন স্টেশন কর্তৃপক্ষড মৃতের নাম দুলাল বর্মন(৬২) । ফালাকাটা রেল স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট সৌরভ চৌধুরী বলেন, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এ শিয়ালদা থেকে ফালাকাটায় একজন যুবক এবং একজন ভদ্রমহিলা ফালাকাটা স্টেশনে বয়স্ক লোকের মৃতদেহ নিয়ে নামলে আমরা তাদেরকে শেষে সেখানে জিজ্ঞাসা বা তাদের জন্য দাঁড় করালে মহিলা জানান তিনি তার স্বামীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন, চিকিৎসা ছেড়ে বাড়িতে ফেরার পথে ট্রেনেই তার মৃত্যু হয়। এ কথা জানালে ফালাকাটা স্টেশন কর্তৃপক্ষ রেলের চিকিৎসর কে দেখে পাঠালে তিনি এসে সনাক্ত করে জানান যে লোকটির মৃত্যু হয়েছে । এরপর ফালাকাটা স্টেশন কর্তৃপক্ষ ময়নাগুড়ি জিআরপিএফ এর হাতে সেই মৃতদেহ তুলে দেয় । জিআরপিএফ ময়নাগুড়ি জানায়, মৃত ব্যক্তির সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হবে এরপর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হবে ড মৃতের স্ত্রী ও পুত্র জানায়, তারা শিয়ালদা থেকে তিনজন মিলেই ফালাকাটায় আসছিলেন চিকিৎসা ছেড়ে পথেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে রেলের মৃত্যু হয় । ফালাকাটা স্টেশনে নেমে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাবার জন্য রওনা দিলে ফালাকাটা স্টেশন কর্তৃপক্ষ তা তাদেরকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং রেল চিকিৎসককে ডেকে এনে তাকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর পর জিআরপিএফের হাতে তুলে দেয় ।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে তৃণমূলে ভাঙ্গন

আলিপুরদুয়ার ঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে তৃণমূলে ভাঙ্গন শুরু কুমারগ্রামে।২০১৮ তে কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত বিজেপি সদস্যা অমিতা বাসুমাতা বিভিন্ন চাপের কাছে নতজানু হয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলো।রবিবার তিনি ফের তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন।২০১৮ তে কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও শাসক দলের চাপে ধরে রাখতে পারেনি তাঁদের তিন জন সদস্য কে। এবং সেই তিন জনকে সঙ্গে নিয়ে এক প্রকার জোর করেই বোর্ড গঠন করে তৃণমূল।তাদেরই একজন এই অমিতা বাসুমাতা। রবিবার বিজেপিতে যোগ দেবার সময় তিনি জানান, সে সময় পুলিশের অত্যাচারে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানে দল তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখছে না । তাই বিজেপিতে ফিরে এলেন তিনি। তার সঙ্গে তার বহু কর্মীও আগামী দিনে বিজেপিতে যোগ দেবেন।

গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল রাস্তার কাজের ফ্ল্যাগম্যানের

ময়নাগুড়ি ঃ ফোর লাইনের কাজের জন্য এল এনড টি কোম্পানির এক কর্মীর মৃত্যু হল রবিবার। রবিবার ভোর আনুমানিক তিনটে নাগাদ ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। জানা যায় মৃত ওই কর্মীর নাম শরিফুল শেখ (২৪)। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলা সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত মালঞ্চাতে। কোম্পানির কাজের সুবাদে ময়নাগুড়ি এসেছেন তিনি। এই ঘটনার পর তার সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসা মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠিয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, ফোর লেন রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ করছেন এল এন্ড টি নামক একটি কোম্পানি। সেই কাজের ফ্ল্যাগ ম্যান এর কাজ করতো শরিফুল। রবিবার ভোর আনুমানিক তিনটে নাগাদ সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাজ করছিল। সেই সময় কোন এক গাড়ি তাকে ধাক্কা মেরে তার শরীরের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে যায়। তার সহকর্মীরা এই খবর জানতে পেরে ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে শরিফুল শেখের বাড়িতে মা বাবা তার স্ত্রী সহ দুই সন্তান রয়েছে। এই ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া নেমেছে। এই দুর্ঘটনার জন্য রবিবার এল এন্ড টি কোম্পানির যাবতীয় কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোম্পানির সুপারভাইজার বিকি খান।

সর্বদলীয় বৈঠকের পর তৃণমূল নেতারা বলেন, সরকারি দল হিসেবে আমরা শান্তিপূর্ণ ভোট আশা করছি

জলপাইগুড়ি ঃ আঠারো সালে কি ভোট হয়েছিলো, নো ভোট ফর তৃনমূল, সরকারি দল হিসেবে শান্তি পূর্ন ভোট আসা করি, বিডিওর ডাকা সর্ব দলীয় বৈঠকের পর নেতৃত্বের মুখে এমনই কথা শোনা গেলো রাজগঞ্জ ব্লকে।

রবিবার জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম তৃণমূলের দখলে থাকা বিধানসভা কেন্দ্র রাজগঞ্জ ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো ঘোষিত পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রসাশনের ডাকে সর্ব দলীয় বৈঠক।বৈঠক শেষে রাজগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি দেবব্রত নাগ, বলেন, আঠারো সালে কি পঞ্চায়েত ভোট হয়েছিলো? ।অপরদিকে বৈঠকে উপস্থিত তৃনমূল নেতৃত্ব ব্লক সভাপতি অরিন্দম ব্যানার্জি বলেন, এখানে কোনো গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নেই, আমরা মমতা বংদ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক ব্যানার্জির ফোটো কে সামনে রেখে তৃনমূল দলটা করি, সরকারি দল হিসেবে চাইবো ভোট পর্ব শান্তিপূর্ন ভাবে শেষ হোক। ।বৈঠকে উপস্থিত ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া রাজগঞ্জ ব্লকের বিজেপি দলের প্রতিনিধি দেবাশীষ দেব নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন , আমাদের আশঙ্খা থেকেই যাচ্ছে, কারন একদিনে ভোট, অথচ এত নিরাপত্তা রক্ষী কি রাজ্যের কাছে আছে,,। আমরা এবং আমাদের দলের রাজ্য নেতৃত্ব আগে থেকেই বলে আসছি নো ভোট ফর তৃনমূল, ভোট ফর বিজেপি। ।

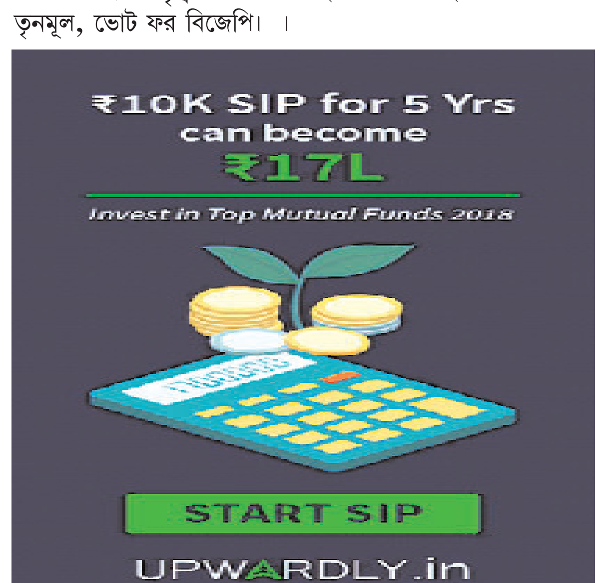

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

नेक इरादा निभा रहे वादा
कुशल नेतृत्व का दिख रहा परिणाम

पंचायती राज, राजस्व, वित्त और खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत नवनियुक्त हजारों युवाओं को

हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

মোদীর বিরুদ্ধে একজোট হতে বিরোধী বৈঠক

লোকসভা ভোটের আগে নরেন্দ্র মোদীর বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার জন্য পাটনায় বৈঠক ১৭টি বিরোধী দলের। আর ১০-১১ মাস পরেই লোকসভার নির্বাচন। তার আগে মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি ও এনডিএর বিরুদ্ধে জোট করার চেষ্টা জোরদার করলো বিরোধী দলগুলি। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের আমন্ত্রণে ১৬টি বিরোধী দলের সর্বোচ্চ নেতারা এখন পাটনায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন এক অ্যানে মার্গের বাড়িতে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন বিরোধী নেতারা। এই বৈঠক গুরুত্ব পেয়েছে কারণ, ১৬টি বিরোধী দলের শীর্ষ নেতারা সেখানে যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী ও কে সি বেনুগোপাল বৈঠকে ছিলেন। ছয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগ দিয়েছেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও জেডি(ইউ) নেতা নীতীশ কুমার, তামিলনাড়ুর ডিএমকে নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্তালিন, তৃণমূল নেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান এবং ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ও জেএমএম নেতা হেমন্ত সোরেন ছিলেন। ছিলেন ছয় সাবেক সাবেক মুখ্যমন্ত্রীও। এনসিপির শরদ পাওয়ার, মহারাষ্ট্রেরই সাবেক মুখ্যমন্ত্রী শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরে, আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদব, সমাজবাদী পার্টির নেতা ও উত্তরপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব, জম্মু ও কাশ্মীরের দুই সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এনসির ওমর আবদুল্লা এবং পিডিপির মেহবুবা মুফতি।

এছাড়াও ছিলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআইয়ের ডি রাজা, সিপিআই এমএলের প্রধান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যেরা। ফলে বৈঠকে যোগদানের প্রশ্নে নীতীশের প্রচেষ্টা সফল। সব বড় বিরোধী দলের প্রধান নেতাই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। নীতীশের দল জেডি(ইউ) টুইট করে বলেছে, এটা দল নয়, ভারতীয় দিল বা হৃদয়ের মহাজোট। তারা স্লোগান দিয়েছে, ২০২৪ সালে বিজেপিমুক্ত ভারত। তবে বিজেপিমুক্ত ভারত বা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোর কাজটা যে সহজ নয়, সেটা বিরোধী নেতারা খুব ভালো করেই জানেন। কারণ, বিরোধীদের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের স্বার্থের সংঘাত, আঞ্চলিক দলগুলি চাইছে, যেখানে তারা প্রধান দল, সেখানে যেন কংগ্রেস ভোটে না লড়ে। লড়লেও সামান্য কয়েকটা আসনে লড়ে। যা করতে কংগ্রেস একেবারেই রাজি নয়। আবার কংগ্রেসের যেখানে জোর, সেখানে অন্য বিরোধী দলগুলি প্রার্থী দেবে। যেমন আপ গুজরাট ও কর্ণাটকে দিয়েছিল। রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশে দেবে। তৃণমূল এর আগে গোয়ায় প্রার্থী দিয়েছিল। তাই নীতীশ এবং মমতা যে একজন বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে একজন বিরোধী প্রার্থী দেয়ার কথা বলছেন, তা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। বৈঠকে নীতীশ কুমার বলেছেন, গণতন্ত্রকে বাঁচাতে আমাদের সবাইকে এক হতে হবে। রাহুল গান্ধী বলেছেন, যে কোনো বিরোধ মুখোমুখি বসে সমাধান করা হবে। এই পরিস্থিতিতে রাহুল বলেছেন, বিরোধী দলগুলি ২০২৪-এর ভোটে বিজেপিকে হারাবার জন্য একজোট হয়েছে। লড়াইটা হলো ভারত জোড়ো মতাদর্শের সঙ্গে ভারত তোড়ো মতাদর্শের। আর স্তালিনের বক্তব্য, বিরোধী বৈঠক থেকে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে একটা রণহুঙ্কার দেয়া হয়েছে। বিরোধীদের এই বৈঠকে ঐক্যের ছবিটাই যে শুধু দেখা গিয়েছে তা নয়, অনৈক্যও সামনে এসেছে। বৌঠক শুরু হওয়ার আগেই অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তার দল বলতে শুরু করে, দিল্লি সরকারের হাত থেকে অফিসার নিয়োগের ক্ষমতা কেড়ে নিতে কেন্দ্র যে অর্ডিন্যান্স এনেছে, সব বিরোধী দলকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস এখনো তা এই বিল নিয়ে কিছু বলেনি। পরে দলের মুখপাত্র প্রিয়ংকা কক্কর বলেছেন, বিজোপি ও কংগ্রেসের মধ্যে এই বিল নিয়ে সমঝোতা হয়ে গেছে। কংগ্রেস এক্ষেত্রে বিজেপিকে সমর্থন করবে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, সাধারণত কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংসদ শুরু হওয়ার আগে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এখানে সব বিরোধী দল একজোট হয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। বিরোধিতাকে সরিয়ে রেখে মতৈক্যের বিষয়গুলিকেই সামনে রাখা হচ্ছে। বিজেপি বলেছে, বিরোধীদের এই বৈঠক শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করার জন্য। তাদের এই চেষ্টা সফল হবে না। অতীতেও হয়নি। এবারও হবে না। এই ধরনের জোট সাধারণ মানুষ মেনে নেয় না।

মোদীর মার্কিন সফরে একাধিক সামরিক সমঝোতা

প্রধানমন্ত্রী মোদী মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দিলেন, স্টেট ডিনার দিলেন বাইডেন, হলো একগুচ্ছ চুক্তি।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর অ্যামেরিকায় স্টেট ভিজিট বা রাষ্ট্রীয় সফরে দুই দেশের মধ্যে একাধিক চুক্তি, সমঝোতা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে অনেকগুলিই সামরিক ক্ষেত্রে। জেনারেল মোটরস ঘোষণা করেছে, তারা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড বা হ্যালের সঙ্গে মিলে ভারতে বিমানবাহিনীর জন্য জেট ইঞ্জিন তৈরি করবে। এর আগে অ্যামেরিকা অন্য দেশকে এই উচ্চ প্রযুক্তি দেয়নি। এই জেট ইঞ্জিন বিমানবাহিনীকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে এগিয়ে রাখবে বলে দাবি করা হচ্ছে।

ভুবন ব্যানার্জ্জি
প্রাবন্ধিক

তিনটি মার্কিন সেনা কম্যান্ডে যোগাযোগকারী অফিসার বহাল করবে ভারত। গোয়েন্দা তথ্যের বিনিময় ও সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত।

অ্যামেরিকার চিপ উৎপাদক কোম্পানি মাইক্রন গুজরাটে একটি চিপ তৈরির কারখানা করবে। তাতে ২৭৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে।

টেসলার প্রধান ইলন মাস্ক আগেই জানিয়েছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি ভারতে টেসলা গাড়ি তৈরির কারখানা করবেন।

সূত্রের খবর, দুই দেশই একটি করে কনসুলেট খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত সিয়াটেলে এই কনসুলেট খুলবে।

২০২৫ সালের মধ্যে চাঁদে আবার মানুষ পাঠাচ্ছে অ্যামেরিকা। ভারতও তাতে সামিল হবে। বাইডেন জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে ভারতের একজন মহাকাশচারী পাঠাবে অ্যামেরিকা।

ভারতকে অ্যামেরিকা যাতে ফাস্ট ট্র্যাকে অস্ত্র দিতে পারে সেজন্য সেনেট ও হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে বিল এনেছেন কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য।

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই দেশই বাণিজ্য বাড়াবে। ২০১৪-র তুলনায় ২০২২-এ বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। সেটা আরো বাড়ানো হবে।

মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে মোদী পাকিস্তানকে নিশানা করে বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে কোনো 'যদি', 'কিন্তু' থাকতে পারে না। কোনো রাষ্ট্র যদি সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয় তো তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া উচিত। মোদীর বক্তব্য, ৯/১১-র পর দুই দশক ও ২৬/১১-র পর এক দশকের বেশি সময় চলে গিয়েছে। এখনো বিশ্বের সামনে অন্যতম মূল সমস্যা হলো সন্ত্রাসবাদ।

চীনের নাম উল্লেখ না করে মোদী বলেছেন, ইন্দো-প্যাসিফিকের উপরে কালো মেঘ জমেছে, সংঘাতের কালো মেঘ। জাতিসংঘের চার্টারের উল্লেখ করে মোদী বলেছেন, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রেখে সব সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে।

নরেন্দ্র মোদীর সম্মানে দেয়া জো ও জিল বাইডেনের নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন মুকেশ আম্বানি, সুন্দর পিছাই, ইন্দ্রা নুয়ি, সত্য নাদেলা, অ্যাপেলের সিইও টিম কুকসহ অনেকেই। ছিলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, পররাষ্ট্রসচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন, সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি, কংগ্রেস সদস্য রো খান্না, রাজা কৃষ্ণমূর্তিরাও ছিলেন।

ঝড় আর শিলাবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জার্মানির একাংশ

গভীর নিম্নচাপের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হেসেন। ঝড়বৃষ্টি-শিলাবৃষ্টি একসঙ্গে। যার জেরে মধ্য জার্মানির বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিপর্যস্ত। কোথাও বন্যা পরিস্থিতি, কোথাও বা শিলা পড়ে ক্ষতি হয়েছে বাড়ি এবং গাড়ির। কোথাও আবার ঝড়ের দাপটে রাস্তায় গাছ ভেঙে পড়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দূরপাল্লার রেল চলাচল। হেসেনে ঝড়বৃষ্টির কারণে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় জল জমে গেছে। রাস্তার উপর গাছ ভেঙে পড়েছে বেশ কিছু এলাকায়। বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মীরা কাজে নামলেও কখন গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং হ্যানোভারের ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হয়েছে। বন্ধ রাখা হয়েছে বার্লিন এবং হামবুর্গের মধ্যবর্তী রেল যোগাযোগও। বহু জায়গায় মাঝ রাস্তায় ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে যাত্রীরা ট্রেনেই আটকে পড়েছেন। সারা রাত ট্রেনে কাটাতে হয়েছে অনেকে। শিলা পড়ে বহু গাড়ি নষ্ট হয়েছে। গাড়ির উপর গাছ পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। রাইন অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ঘোষণা করা হয়েছে। নিম্নচাপের কারণেই এই বৃষ্টিপাত হবে বলে জানানো হয়েছে। রাইন অঞ্চল থেকে ওইনিম্নচাপ লোয়ার স্যাক্সনি এবং হামবুর্গের দিকে ঘুরবে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ওই অঞ্চলে পৌঁছানোর পর নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে পড়বে।

বৃহস্পতিবার ঝড়ের গতিবেগ ছিল প্রায় ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। যে শিলা পড়েছে, তার আয়তন পাঁচ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। শুধু জার্মানি নয়, আগামী কয়েকদিন নিম্নচাপের কারণে ইউরোপের একাধিক জায়গায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। জলবায়ু পরিবর্তন এই ধরনের ঝড়ের অন্যতম কারণ বলে মনে কার হচ্ছে। ডিপিএ জানিয়েছে, হাওয়া অফিসের বক্তব্য, ভূমধ্যসাগরে এই নিম্নচাপটি তৈরি হয়েছিল। স্পেন এবং ফ্রান্সেও ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা আছে। এই নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টিপাত আরো বাড়বে। ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও আছে।

সাময়িকী

নেদারল্যান্ডসে ৪০০০ বছর আগের মঠ উদ্ধার

নেদারল্যান্ডসের টিল শহরে চার হাজার বছর আগের এক মঠের সন্ধান মিলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের তথ্যের ভিত্তিতে শহর কর্তৃপক্ষের দাবি এমন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধার দেশের ইতিহাসে আগে কখনো হয়নি।

এ দাবির কথা নিজেদের ওয়েবসাইটে সরাসরিই লিখেছে টিল শহর কর্তৃপক্ষ।

হেগ থেকে ৭২ কিলোমিটার দূরের শহরটিতে ২০১৭ সালেও একবার খননকাজ পরিচালনা করা হয়েছিল। তখন উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায়নি।

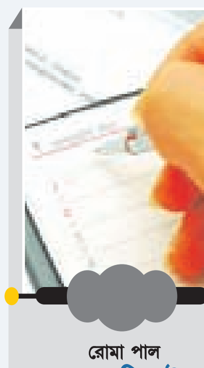

রোমা পাল
কলামিস্ট

তবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় বড় সাফল্যের দেখা পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। এ সুখবর জানাতে গিয়ে টিল নগর কর্তৃপক্ষ লিখেছে, ''সব কিছুই মাটির খুব গভীরে লুকানো ছিল।''

একটা-দুটো নয় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে এবার। প্রায় এক হাজার বছর আগের একটি কাঁচের গুটিকাসহ অনেক কিছুই রয়েছে সেখানে।

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা নিদর্শনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনটি ২৫০০ পূর্বাব্দের বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা।

প্রাচীন নিদর্শন উদ্ধারের সুখবর জানাতে গিয়ে টিল শহর কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে লিখেছে, ''কী চমৎকার এক প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্ভাবন!'' স্থানীয় গণমাধ্যম খবরের শিরোনামে লিখেছে, 'স্টোনহেন্জ অব দ্য নেদারল্যান্ডস'। ইংল্যান্ডের পাথরে ঘেরা অভয়ারণ্যের সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে বলেই এমন শিরোনাম।

জানা গেছে, মঠটি আসলে বিশাল এক গর্ত বা গুহায় তৈরি। নির্মাণের পর অন্তত ৮০০ বছর পর্যন্ত সেখানে বলিদান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসহ নানা ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে। সেখানে যে বহু মানুষ সমাহিত, তারও প্রমাণ মিলেছে। টিল শহরের ওই বিশেষ স্থানটি থেকে অন্তত ৬০জন নারী, পুরুষ ও শিশুর দেহাবশেষও উদ্ধার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা।

জানা অজানা

মহারাজ স্বামী গিরিশানন্দ জীর কাছে রামকৃষ্ণ নামের দীক্ষা গ্রহণ করলেন

পোটকা : আজ তারিখ ২৩ এ জুন ২০২৩ এ রামকৃষ্ণ মিশন জামশেদপুরে বেলুড় মঠের সহ সভাপতি পূজ্য পাদ মহারাজ স্বামী গিরিশানন্দ জীর কাছে রামকৃষ্ণ নামের দীক্ষা গ্রহণ করলেন যে সব ভক্ত আমাদের মাতাজী আশ্রমের সাথে জড়িত আছে।আজ প্রায় ৫০জন ভক্ত দীক্ষা নিয়েছেন।গত কাল কিছু ভক্ত নিয়েছেন আবার আগামী ২৫ তারিখে কিছু ভক্ত দীক্ষা নিবেন।এই বছর প্রায় একশো জনের কাছাকাছি ভক্ত হবে যারা রামকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করলেন।সকল ভক্তদের মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।এরপর আপনারা সবাই মাতাজী আশ্রমের উৎসব অনুষ্ঠানে আসুন ও মাতাজী আশ্রমের সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হউন।আপনাদের সবার আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা করি।

চীন এবং জার্মানি : এক ভারসাম্যের সম্পর্ক

বার্লিনে সর্বশেষ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বন্ধুভাবাপন্ন সুরে হলেও আলোচনার বিষয়গুলো কঠিন ছিল। জার্মানির চীনকে প্রয়োজন, তবে সেই নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে চায় ইউরোপের দেশটি।

চীনের প্রধানমন্ত্রী লি চাং তার মন্ত্রিসভার ১০ সদস্যকে নিয়ে বার্লিনে আসেন। তাকে জার্মান রাজধানীতে স্বাগত জানান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমেয়ার। সফরের দ্বিতীয় দিন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎেসর দেখা পান তিনি।

দুই দেশের বৈঠকের যে আকার ছিল তা জার্মানির সাম্প্রতিক ভারত, জাপান, স্পেন এবং নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে বৈঠকের মতো একই আকারের ছিল। তবে চীনের সঙ্গে অন্যদের মিল শুধু ওটুকুই।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বার্লিন এবং বেইজিংয়ের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। সেটা ইউক্রেন যুদ্ধ সত্ত্বেও চীনের প্রতি রাশিয়ার ''সীমাহীন বন্ধুত্ব'', তাইওয়ান প্রণালীতে বেড়ে চলা উত্তেজনা কিংবা চীনে সংখ্যালঘু উইঘুর সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের মতো যেকোনো কারণেই হোক না কেন। দুই দেশের মধ্যে মতভেদ শুধু বাড়ছেই। চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক বৈরিতাও এই মতভেদে ঘি ঢালছে।

তাসত্ত্বেও চীন জার্মানির কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে রয়ে গেছে। গত ১০ বছরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমান দ্বিগুণ হয়ে ৩০০ বিলিয়ন ইউরোতে দাঁড়িয়েছে। দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে টানাপাড়েনের বিষয়টি জার্মানির দাপ্তরিক নথিতেও বেশ ফুটে উঠছে। জার্মানি চীনকে কখনো অংশীদার, কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী, আবার কখনো বা কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উল্লেখ করছে।

এদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীনের বিরুদ্ধে আরো কঠোর হওয়ার নীতিমালা প্রস্তুত করছে। জার্মানির অর্থনীতিতে সেটা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। জার্মান চ্যান্সেলর অবশ্য ব্যবসায়ীদের এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে নতুন নীতিতে মূলত প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধোপকরণের ব্যাপারে আরো কঠোর অবস্থান নেয়া হবে।

জার্মানির ব্যবসায়ী সমাজও ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে কিছু কৌশল গ্রহণ করছে। অনেকে তাদের প্রতিষ্ঠানকে দুইভাগে ভাগ করে একাংশ শুধু চীনের বাজারের জন্য এবং অন্যটা বাকি বিশ্বের জন্য সাজাচ্ছে। কিছু মার্কিন প্রতিষ্ঠানও একইরকম করছে।

পাঠকের চিঠি

আমরা বাঙালিরা এক হতে জানি না,এক কে বহু করার গুরু

আমরা বাঙালিরা এক হতে জানি না বরং এক কে বহু করার গুরু।আমরা বিভিন্ন ধর্ম মত,গোষ্ঠী,জাতি,রাজনৈতিক পার্টি, নিয়ে বিভক্ত।আমরা ভাষা ও সংস্কৃতির নামে এক হতে জানি না।আমাদের ঝাড়খন্ডে আমরা ৪২ বঙ্গ ভাষী আছি তবু ঝাড়খন্ড রাজ্যের স্কুল গুলো তে বাংলা পড়া বন্ধ হয়ে গেলো।রাজ্যে এতো বাঙলা ভাষী সংগঠন আছে তবু বাংলার বধ হয়ে গেলো।ঝাড়খন্ডে বাংলা ভাষার মৃত্যু হতে আমরা সবাই নীরবে দেখ্লাম।কেউ প্রতিবাদ করলাম না,কেউ বিরোধ করলাম না।কারন আমাদের একতা নেই।তার উপর ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর ভূত টি আমাদের মাথায় জেঁকে বসে আছে।আমাদের ছেলে মেয়েদের কে সাহেব ও মেম বানাতে চাই ও বিদেশে পাঠাতে চাই।তাই বাংলা ভাষা গেলো বা রইলো তাতে কি আসে যায়।না,বন্ধুরা,বাংলা ভাষার সাথে আমাদের অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে।যে কোনো মানুষের পরিচয় ও গর্ব তার ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে নিয়ে।তাই আজ নুতন করে ভাবার দিন এসেছে।আমাদের কোনো ভাষার সাথে বিরোধ নেই ও শত্রুতা নেই কিন্তু নিজের মাতৃভাষা নিয়ে গর্ব করার অধিকার আছে।আমাদের বাংলা ভাষা পৃথিবীর একটি গৌরব শালী ও উন্নত ভাষা যার স্থান আজও ভারতে দ্বিতীয় ও বিশ্বে পঞ্চম।তাই আমাদের বাংলা ভাষা কে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।আমাদের ছেলে মেয়েদের কে বাংলা শিখানো দরকার।ঝাড়খণ্ডে পুনরায় বাংলা ভাষা পড়ানোর জন্য চেষ্টা করা দরকার ও আন্দোলন করা দরকার। দুটো কাজ একসাথে হউক,এক ঘরে ঘরে বাংলা শেখানোর কাজ শুরু হউক আর দুই ঐক্য বদ্ধ ভাবে বাংলা ভাষা পড়া চালু করার জন্য সরকার কে চাপ দেওয়া হউক।সঙ্ঘ শক্তি কলিযুগে।আমরা যদি সমবেত ভাবে বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর আন্দোলন শুরু করি তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই আমাদের বাংলা ভাষা কে শেষ করে দিতো পারে।তাই আপনারা সকল বিভেদ ভুলে এক হউন ভাষা ও সংস্কৃতির মঞ্চে তাহলেই সব কাজ হবে।নিজেদের মাতৃভাষা কে ভালোবাসতে শিখুন ও কাজ শুরু করুন। **সুনীল কুমার দে,পোটকা**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জেলা উন্নয়ন প্রশাসক কৃষি, সমবায়, মৎস্য, উদ্যানপালন ও পশুপালন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন

জীবিকা বৃদ্ধিতে পশুপালন ও কৃষির পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কৃষক ও পশুপালকদের ক্ষমতায়ন করা উচিত

জৈব চাষের প্রচার করুন, মৎস্য চাষকে গ্রামে নিয়ে যান ঃ শ্রী মণীশ কুমার, ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার

পার্থো চক্রবর্ত্তী

জামশেদপুর ঃ জেলা প্রশাসক, পূর্ব সিংভূমের নির্দেশ অনুসারে, ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার জনাব মনীশ কুমার কালেক্টরেট অডিটোরিয়ামে ডাকা বৈঠকে কৃষি, সহযোগিতা, মৎস্য, উদ্যানপালন এবং পশুপালনের বিভাগীয় প্রকল্পগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তারা। সভায় ধানের বীজ বিতরণ, কেসিসি, কৃষি ঋণ মওকুফ, ইকেওয়াইসি, পশুসম্পদ বিতরণ এবং কার্যকরী বাতি পর্যালোচনা করা হয়। জেলা উন্নয়ন কমিশনার বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে কৃষক ও গবাদি পশুপালকদের ক্ষমতায়ন করা প্রয়োজন। গবাদিপশু বিতরণে ধীরগতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি তা দ্রুত করার নির্দেশ দেন। স্কিমগুলিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের এটির সুবিধা নিতে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে কথা বলেছেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ধানের বীজ বিতরণে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। জেলায় জৈব চাষের প্রসারে কৃষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও কর্মশালার আযোজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার বলেন, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রকল্পগুলি গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে খুবই কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। তিনি আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে মৎস্য চাষের সাথে যুক্ত করার এবং প্রতিটি গ্রামে মৎস্য দফতরের প্রকল্পগুলি প্রচার করার নির্দেশ দেন। এর সাথে, আরও বলা হয়েছিল যে আগামী দিনে জেলা পর্যায়ে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হবে, যেখানে কৃষি, সহযোগিতা, মৎস্য, উদ্যানপালন এবং পশুপালন বিভাগের কর্মকর্তাকর্মীরা একটি প্ল্যাটফর্মে বসে থাকবেন এবং বাসিন্দাদের সমস্যা ফোনের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে।এবং বিভাগীয় প্রকল্পের তথ্যও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

সভায় জেলা কৃষি আধিকারিক মিথিলেশ কালিন্দী, জেলা পশুপালন আধিকারিক ডক্টর সুরেন্দ্র কুমার, জেলা সমবায় আধিকারিক শ্রী বিজয় প্রতাপ তিরকি, সহকারী নিবন্ধক সমবায় সমিতি শ্রী বেদ প্রকাশ, সমস্ত ব্লকের সমবায় আধিকারিক, ব্লক পশুপালন আধিকারিক, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সমবায় সম্প্রসারণ আধিকারিক, এটিএম, বিটিএম এবং অন্যান্য বিভাগীয় আধিকারিক ও কর্মীরা।

ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করে রাজ্যের স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রে ওয়াক ওভার পেয়েও যাতে হেরে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখুক কংগ্রেস

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের খসড়া নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল আজও উত্তাল হয়ে রয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতারা এই সংক্রান্তে নিজেদের প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশনের খসড়া নিয়ে প্রায় নিয়মিতভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে চলেছেন। অন্যান্য দিনের মত এদিনও এই বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করে তিনি বলেন ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করে রাজ্যের স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাদের ঘোষণা করা অনুযায়ী অসম প্রদেশ কংগ্রেস ওয়াক ওভার পেলেও যাতে দলটি হেরে না যায় ওইদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার শোনিতপুর জেলার ছয়টি এলাকার চা বাগানে ছয়টি আদর্শ বিদ্যালয় তথা হাই স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শোনিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলি, রাঙ্গাপাড়া ইত্যাদি এলাকার চা বাগান গুলোতে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করার পর জনসভায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রায় প্রতিটি স্থানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেও শুধুমাত্র একবার ডিলিমিটেশনের খসড়া নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন তার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র হাতছাড়া হয়েছে। যেই বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ জনতা তাকে টেনে আদর করে বড় করলেন সেই চেনা জালুকবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রটি বর্তমান নেই বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন জাতির স্বার্থের জন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতেই হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করে রাজ্যের স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। খসড়া প্রকাশ সংক্রান্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের অসন্তুষ্টির বিষয়টি উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের খসড়া প্রকাশের ক্ষেত্রে বিজেপি, কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এর কোনো ভূমিকা নেই। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। নির্বাচন কমিশনে এই খসড়া প্রস্তুত করেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা অসন্তোষ থাকতে পারে। তবে যেহেতু এটা শুধুমাত্র খসড়া, ফলে সঠিক প্রস্তাব দেওয়া হলে নির্বাচন কমিশন অবশ্যই সেটা স্বীকার করে নেবে এবং চূড়ান্ত তালিকায় সেটা প্রকাশ পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। তবে বেশি কিছু পরিবর্তন না করে যদি এই খসড়ার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া যায় তাহলে কয়েক দশক পর্যন্ত অসমের রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিভিন্ন ব্যক্তি দল সংগঠন এই বিষয় নিয়ে আদালতে যাওয়ার হুমকি দেওয়া সংক্রান্তে তিনি বলেন আদালতে আবেদন জানানোর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। তিনি কিভাবে সেটা বন্ধ করতে পারবেন বলে উল্টো প্রশ্ন উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশিত পুনর্বিন্যাসের খসড়া নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এই খসড়া অনুযায়ী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পাঁচটি আসনে ওয়াক ওভার পেয়ে গেছে বলে ঘোষণা করেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। এর জবাবে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এটা খুব ভালো খবর যদি কংগ্রেস পাঁচটি আসনে ওয়াক ওভার পেয়ে গেছে। দলটির প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেন অর্থাৎ এক প্রকারে প্রায় সরকার গঠনের সমপর্যায়ে চলে এসেছে কংগ্রেস। তবে শুধুমাত্র ওয়াক ওভার পেয়ে গেলেই হবে না। ভালোভাবে খেলতে হবে। অন্যথায় হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে অসম প্রদেশ কংগ্রেস ওয়াক ওভার পেলেও যাতে দলটি হেরে না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ভূমিপুত্রের দোহাই দিয়ে এই সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাসের খসড়া প্রক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কারসাজি বলে অভিযোগ এআইইউডিএফ এর

এই ষড়যন্ত্রে বিজেপির সঙ্গ দিচ্ছে কংগ্রেস

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রকাশিত খসড়ায় সর্বাধিক অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে এআইইউডিএফ। খসড়া প্রকাশের দিন থেকেই দলটি এর ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু করেছে। তবে এর জন্য আজমলের দলটি মুখ্যমন্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে দোষারোপ করছে। ভূমিপুত্রের দোহাই দিয়ে এই সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাসের খসড়া প্রক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কারসাজি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র। এমনকি ষড়যন্ত্র প্রক্রিয়ায় বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। ডিলিমিটেশনের খসড়া অনুযায়ী অসমের তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে সরাসরি ভাবে সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছেন। তাছাড়া অন্য দুটি লোকসভা কেন্দ্রে পরোক্ষভাবে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবেন সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা। একইভাবে রাজ্যের ৩০ টি বিধানসভা কেন্দ্রে সরাসরি ভাবে সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকবেন। অন্যদিকে ১৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রে পরোক্ষভাবে সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছেন বলেও ঘোষণা করেছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। এমনকি তিনি বলেছেন এই খসড়া অনুযায়ী যদি ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহলে একসময় বিজেপি এবং আরএসএস কাঁদবে। কংগ্রেসের তরফে এই বিষয়ে আদালতে আবেদন জানানো হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশনের খসড়ার ফলাফল হিসেবে সংখ্যালঘুরা ব্যাপক লাভবান হওয়ার কথা ঘোষণা করলেও বাস্তবে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেওয়া এআইইউডিএফ এই তীব্র বিরোধ জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার মহানগরের গণেশগুরি স্থিত এমএলএ হোস্টেলে এদিন দলটির এক জরুরী কালীন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এআইইউডিএফ এর অধিকাংশ বিধায়কের উপস্থিতিতে আযোজিত বৈঠকে বরাক থেকে শুরু করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সহ রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল সংক্রান্তে আলোচনা করা হয়েছে। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা এবং আলোচনার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র বলেন আগামী ১১ জুলাই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খসড়া সম্পর্কে দলের যাবতীয় অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের জানানো হবে।

উল্লেখ্য এআইইউডিএফ ইতিমধ্যে ১০ টি মূল কমিটি গঠন করেছে। তাছাড়া এর সঙ্গে সংগতি রেখে কেন্দ্র ভিত্তিতে ১০০ জন সদস্যের উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র বলেন ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশ সংক্রান্তে বহু গাইডলাইন ভঙ্গ করেছে নির্বাচন কমিশন। ফলে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের উপর এআইইউডিএফ এর আর কোন আস্থা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক বলেন এর আগেও কেন্দ্র পুনর্গঠন নিয়ে ইতিমধ্যে একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। সেই আবেদনের শুনানি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই কিভাবে নির্বাচন কমিশন এই খসড়া প্রকাশ করল সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। তবে পরবর্তীকালে এই বিষয় নিয়ে এআইইউডিএফ ফের আদালতে দারস্ত হবে বলে ঘোষণা করেছেন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন গতকাল কংগ্রেসও একইভাবে খসড়ার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের সেই ধমকের সুর আজ আর পরিলক্ষিত হয়নি বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র।

ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর এবার আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি

সাধারণ জনতা যেভাবে দলের সাংসদদের নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন সেই হিসাবে প্রত্যেককে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ সভাপতি ভুপেন বরার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন জারি করা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর অসমের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বিরোধীপক্ষের যাবতীয় অংকের সমীকরণ বদলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। তবে খসড়া জারি হওয়ার পর এর চূড়ান্ত পর্যায়ে পেতে আজও বহু দিন হাতে থাকলেও এই বিষয়ে এবং আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যে নিজেদের রণকৌশলের রূপরেখা প্রস্তুত করে নিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। সাধারণ জনতা যেভাবে দলের সাংসদদের নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন সেই হিসাবে প্রত্যেককে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সভাপতি ভুপেন বরা।

ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশের পর সারা রাজ্যজুড়ে যেন এক রাজনৈতিক ঝড়ের সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে রাজ্য শাসক পক্ষ বিশেষ করে বিজেপি এবং এর সহযোগী দলগুলো এই প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু এই প্রস্তাবিত খসড়ার ব্যাপকভাবে বিরোধিতা করছে বিরোধীপক্ষ। বিরোধিতা করার ক্ষেত্রেও নিজের নিজেদের যুক্তি প্রদর্শন করে চলেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা সেদিন থেকে নিয়মিতভাবে এক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য প্রদান করে চলেছেন। বৃহস্পতিবার একইভাবে এক্ষেত্রে এর একবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি। এমনকি ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশিত হলেও সাংসদ গৌরব গগৈ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করবেন। এটা এক প্রকারের নিশ্চিত। তাছাড়া রাজ্যের প্রত্যেক সাংসদকে নিজেদের স্ট্যাটাস কোড মেঃেটন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। মূলত খসড়া হিসেবে পরিচালিত না হয়ে সাধারণ মানুষ যেভাবে তাদের নির্বাচিত করেছিলেন সেই হিসেবে দায়বদ্ধ থেকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সভাপতি ভূপেন বরা। উল্লেখ্য ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশের পর কি হয়েছে না হয়েছে সেটা ভেবে লাভ নেই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। অন্য কিছু না জানলেও এটা তিনি জানেন যে আগামী ২০২৪ পর্যন্ত তিনি কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রয়েছেন। এরপর কি হবে সেটা পরে দেখা যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন অনেকে ভাবছেন কিংবা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও ভেবেছেন ডিলিমিটেশনের এই খসড়া বিজেপি এবং আরএসএস এর জন্য রক্ষাকবচ হতে চলেছে। কিন্তু এর বাস্তব চিত্র ভিন্ন। তিনি বলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের ১৪ টি আসনের লক্ষ্য ছিল। এবার শুধুমাত্র নয়টি আসনে মনোনিবেশ করতে হবে কংগ্রেসকে। কারণ বাকি পাঁচটি আসনে ইতিমধ্যে দল ওয়াকওভার পেয়ে গেছে বলে ফের ঘোষণা করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। অর্থাৎ পাঁচটি আসনে জয়লাভ কংগ্রেসের নিশ্চিত হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন বিজেপি এবং আরএসএস শুধুমাত্র কাঁদবে। হাসবে শুধু কংগ্রেস।

এদিকে খসড়া প্রকাশ নিয়ে কংগ্রেসের অধিকাংশ মহল থেকেও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। কংগ্রেস বিধায়ক নুরুল হুদা এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশনের খসড়াকে অদ্ভুত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন তার বিধানসভা কেন্দ্র রূপহীর অধীনে সাতটি উন্নয়ন ব্লক সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই উন্নয়ন ব্লক গুলো একসাথে নেই। মাঝে মাঝে গ্যাপ রয়েছে। ফলে এই খসড়া যদি চূড়ান্ত হয়ে যায় তাহলে হেলিকপ্টার নিয়ে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন ব্লক গুলোতে সফর করা সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক নুরুল হুদা। তিনি বলেন নতুন খসড়া ভৌগলিক সীমানা গুলো অদ্ভুতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ তার নিজের কেন্দ্রের অধীনে এলাকায় যেতে হলে পশ্চিম দিকে দুটো ওপর কেন্দ্র পার করে যেতে হবে, উত্তর দিকে গেলে একটি কেন্দ্র পার করে, দক্ষিণ দিকে গেলে একইভাবে একটি কেন্দ্র পার করে যেতে হবে। এটা কিভাবে সম্ভব জাম্পিং করে কিভাবে পার হওয়া সম্ভব। ফলে সাধারণ জনতা এই প্রক্রিয়া কোনদিনও মানবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া ইতিমধ্যে তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তার কেন্দ্র সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেছেন বিধায়ক নুরুল হুদা।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাজারে ব্যবসায়ীকে অপহরণ

ঢাকা ঃ কক্সবাজারের টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাজারে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে মুখোশ পরা একদল সন্ত্রাসী। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নে ২৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাজারে এ ঘটনা ঘটে বলে দ্য ডেইলি স্টারকে জানিয়েছেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং ওই ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলম। অপহৃত ব্যবসায়ী মো. ইউসুফ কালু (৪০) হ্নীলা ইউনিয়নের পূর্ব লেদা এলাকার বাসিন্দা। ওই বাজারে তার মুদির দোকান ছিল। মোহাম্মদ আলম দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন,''অজ্ঞাত মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা কালুকে অপহরণ করে পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায়। অপহরণের সময় তারা ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে'' এ ঘটনার বিষয়ে ১৬ এপিবিএন সদস্যদের জানানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। হ্নীলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রাশেদ মাহমুদ আলী দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন,''ব্যবসায়ীকে অপহরণের খবর শুনেছি। টেকনাফ থানায় জানানো হয়েছে'' টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হালিম দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, ''হ্নীলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ব্যবসায়ীকে উদ্ধারের জন্য কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে টেকনাফ থানার দুটি দল উদ্ধারাভিযান চালাচ্ছে।'' এছাড়া পুলিশ অপহৃত ব্যবসায়ীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে বলেও জানান ওসি। এর আগে, বুধবার টেকনাফের হোয়াইক্যং চাকমারকুল এলাকার ২১ নম্বর ক্যাম্প থেকে বের হয়ে

নিখোঁজ হন তিন রোহিঙ্গা যুবক। তাদের পরিবারের কাছে তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ২১ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের রোহিঙ্গা কমিউনিটি নেতা (মাঝি) মো. আজিজুল হক। অপহৃতরা হলেন হোয়াইক্যং ইউপি চাকমারকুল ২১ নম্বর ক্যাম্পের সি১ ব্লকের রিজিম উল্লাহ (২৫), একই ব্লকের রিয়াজ উদ্দিন (২১) ও মজিবুল্লাহ (২৬)। এ বিষয়ে ওই ক্যাম্পের দায়িত্বরত এপিবিএন পুলিশের ইনচার্জ পরিদর্শক সরোজ চন্দ্র ডেইলি স্টারকে বলেন, বুধবার সকালে তিন রোহিঙ্গা যুবক বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফেরত আসেননি। বৃহস্পতিবার সকালে মিয়ানমারের একটি মোবাইল নম্বর থেকে তাদের পরিবারের কাছে ফোন করে মুক্তিপণের টাকা দাবি করা হচ্ছে বলে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো আমাদের জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত সাত মাসে টেকনাফে অন্তত ৭৯ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে তিন জনের মরদেহ উদ্ধার হলেও বাকিরা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন। এই পর্যন্ত এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে ৩৯টি।

ডেঙ্গু ঃ মশা মারতে আকাশে ড্রোন, জলাশয়ে ব্যাঙ!

ঢাকা ঃ আবার বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শুধু ঢাকা শহরেই মৃত্যু হয়েছে ৪০ জনের। মশা মারতে ছাদ বাগানে চোখ রাখছে ড্রোন। জলাশয়ে ছাড়া হচ্ছে ব্যাঙ। কিন্তু মশা কমলেও মানুষের সচেতনতা কি বাড়বে?

গত বছর মশা মারতে খাল, জলাশয়, নালা, বক্স কালভার্টসহ বদ্ধ জলাশয়ে ব্যাঙ ছেড়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)। আর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনও (ডিএনসিসি) মশা মারতে ড্রোনের মাধ্যমে ওষুধ ছিটানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। যদিও পরে সে উদ্যোগ বন্ধ করে ড্রোনের মাধ্যমে ঢাকার ছাদগুলো মনিটরিং করেছে। কর্মকর্তাদের দাবি, এতে সুফলও মিলেছে। এবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনেও একইভাবে ড্রোনের মাধ্যমে মনিটরিং করতে যাচ্ছে। ব্যাঙ ছাড়ার উদ্যোগ সম্পর্কে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. ফজলে শামসুল কবির ডয়চে ভেলেকে বলেন, আমরা যেসব জায়গায় ব্যাঙ, হাঁস, তেলাপিয়া মাছ ছেড়েছিলাম সেখানে এডিস মশার লাভা পাওয়া যায়নি। ফলে আমাদের এই উদ্যোগ তো সফলই হয়েছে। তাহলে এবার ডেঙ্গু আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে কেন? জবাবে তিনি বলেন, এখন বর্ষা মৌসুম শুরু হয়েছে। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমের শুরুতে ডেঙ্গু দেখা দেয়। এটা শুধু আমাদের দেশে না, আশপাশের সবগুলো দেশেই। এই মুহূর্তে মালয়েশিয়া, ইংেদানেশিয়াসহ আশপাশের দেশগুলোতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা আমাদের থেকে ৫-৬ গুন বেশি। আমরা কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। কাজ করে যাচ্ছি। জানা গেছে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন গত বছর দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েক হাজার ব্যাঙ সংগ্রহ করে খাল, জলাশয়, নালা, বক্স কালভার্টে ছেড়েছিল। সেগুলো এখন আর বেঁচে আছে কিনা সেটা তথ্য তাদের কাছে নেই। কর্মকর্তারা বলছেন, মশা বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে। রাজধানীতে এ রকম জলাশয়ের অভাব নেই। পানিপ্রবাহ খুব একটা না থাকায় এসব স্থানে মশার বংশবিস্তারের জন্য বছরের বেশির ভাগ সময় অনুকূল পরিবেশ থাকে। এ জন্য এর আগে রাজধানীর জলাশয়, বক্স কালভার্ট ও ড্রেনগুলোতে ব্যাঙ পানির ওপর ভেসে থাকা লার্ভা খেয়ে ফেলবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই ব্যাঙ প্রক্রিয়ায় খুব একটা সুফল মেলেনি। কারণ এই জলগুলো এতই দূষিত যে, ব্যাঙের বংশবিস্তার বা বেঁচে থাকার কোন সুযোগ নেই।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা বলেন, আমরা ডেঙ্গু নিরসনে কাজের পরিধি আগের চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছি। বাড়িতে বাড়িতে ছাদবাগানে ড্রোন দিয়ে সার্ভে করছি। আমরা ৩ লাখ ৬৫ হাজার ছাদ সার্ভে করেছি। এর মধ্যে ২ হাজার ২৭০টি ছাদে এডিস মশার লাভা পেয়েছি। ড্রোন ছাড়া তো এই কাজ করা সম্ভব ছিল না। ফলে এখানে তো সফলতা এসেছেই। এই সব ছাদে ওষুধ আমদানি করে প্রয়োগ করছি। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিটিআই নামক একটি ওষুধ এনে আমরা প্রয়োগ করছি। এ রকম অনেক পদক্ষেপই এবার নেয়া হয়েছে, যা নতুন। আমরা চিহ্নিত হটস্পটগুলো নিয়ে কাজ করছি। আমাদের নিয়মিত পদক্ষেপ, যেমন ফূগিং, ওষুধ দেয়া ছাড়াও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযানগুলো চলমান। এর বাইরে আমাদের স্কাউট, গার্লস গাইড এবং অনেকগুলো টিমকে সম্পৃক্ত করেছি, যেটা গত বছর ছিল না। আমরা সিটিজেন এনগেজমেন্টের প্রসার বাড়াচ্ছি এবং সিরিয়াসলি চেষ্টা করছি।'' এবার একই পথে হাঁটতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। চট্টগ্রাম নগরীতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ছাদবাগানে জমে থাকা পানি ড্রোন দিয়ে মনিটর করা হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী। এডিস মশার লার্ভা ধ্বংস করতে ১০০ দিনের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম উদ্বোধন করে এই কথা জানান চট্টগ্রাম সিটি মেয়র। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। মেয়র বলেন, অনেকের ছাদে বাগানে জমে থাকা পানি পরিষ্কার করেন না। এমনকি চসিকের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা পরিষ্কার করতে গেলেও তারা বাধা দেন। এখন থেকে আমরা ড্রোন দিয়ে ছাদ বাগান মনিটর করব, যারা ছাদ বাগান পরিষ্কার করবে না, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে শুধু ওষুধ ছিটিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না বলে মনে করেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল লতিফ। তিনি বলেন, মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়া পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। কারণ, এডিস মশা তো নদী, খাল বিলে জন্মায় না। এটা আমাদের বাড়ি ঘরের আশপাশেই জন্ম নেয়। এছাড়া ঢাকা শহরে প্রচুর নির্মান কাজ চলে। এসব জায়গায় দেখভাল করার কোন ব্যবস্থা নেই। আর সিটি কর্পোরেশনেরও ঢিলেমি আছে। তারা সময়মতো কাজ শুরু করে না। যখন প্রকোপটা বাড়ে তখন তৎপর হয়।'' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও মশা বিশেষজ্ঞ ড. কবিরুল বাশার ডয়চে ভেলেকে বলেন, ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কমছে না এবং প্রতিদিন মৃত্যুও হচ্ছে। আসন্ন ঈদে ডেঙ্গু বাড়বে এবং এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। সে সময় মানুষের মুভমেন্ট বাড়বে। কেউ এডিস মশার বাহক হলে তার থেকে অন্যরা আক্রান্ত হতে পারে। যেহেতু ঈদের ছুটিতে প্রচুর মানুষ বাড়িতে যায়, অনেকে জ্বর হলেও না বুঝে টেস্ট না করে চলে যায়। এভাবে সংক্রমণ বাড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। আরেকটি কারণ হলো, আমরা বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষা করে দেখেছি, সব জেলাতেই এডিস মশার লার্ভা রয়েছে। সেসব জেলায় মানুষ ঈদ করতে গেলে তাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাই ঈদে ডেঙ্গু রোগী বাড়বে, এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।''

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে সর্বশেষ বুলেটিনে বলা হয়েছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে একজন মারা গেছেন। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মোট ৪০ জনের মৃত্যু হলো। এছাড়া গত এক দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪৬ জন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ৩৬ জন এবং ঢাকার বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১০ জন। স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছে, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে মোট এক হাজার ৩৮২ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের মধ্যে ৩০৯ জন ঢাকার বাইরের।

বান্ধবীকে ঠেকানোর জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন নেইমার

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ বান্ধবীকে ঠকিয়েছেন নেইমার। ব্রাজিল ও পিএসজির এই ফুটবলার ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন।

নেইমারের বান্ধবীর নাম ব্রুনা বিয়ানকার্ডি। তিনি এখন অন্তঃসত্ত্বা। নেইমারের সন্তানের মা হতে চলেছেন তিনি। এই অবস্থায় শোনা গেছিল, নেইমার অন্য এক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। ইনস্টা পোস্টে নেইমার বিয়ানকার্ডিকে লিখেছেন ''আমি তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য এই পোস্ট করছি। আমি কোনো অজুহাত দেব না। তোমাকে আমার জীবনে দরকার। আমি জানি তুমি কতটা কষ্ট পাচ্ছ। সবাই তোমাকে নিয়ে কথা বলছে, আলোচনা করছে। আমি এখন তোমার পাশে থাকতে চাই, তোমার পাশে দাঁড়াতে চাই।'' নেইমার খোলাখুলি বলেছেন, ''আমি ভুল করেছি। অন্যায় করেছি। তোমাদের সবার প্রতি। এখন আমি ভুল শুধরে নিতে চাইছি। আমার প্রিয়তম মানুষ আঘাত পেয়েছে। সে আমার স্বপ্নের নায়িকা, সে আমার সন্তানের মা হতে যাচ্ছে। এটা তোমার জীবনের অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ সময়।'' নেইমার বলেছেন, ''আমি আগেই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। এখন সবার সামনে চাইছি। কারণ, ব্যক্তিগত বিষয় যখন জনসমক্ষে চলে আসে, তাহলে সবার সামনেই ক্ষমা চাওয়া উচিত।'' এখানেই থামেননি নেইমার। তিনি বলেছেন, ''তোমাকে ছাড়া আমি নিজেকে কল্পনা করতে পারি না। আমি জানি না, আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারব কি না, কিন্তু আজ আমরা একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই। আমাদের সংকল্পের জয় হবেই। সন্তানের প্রতি ভালোবাসার জয় হবে। একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার জয় হবে। আমি তোমায় ভালোবাসি।'' পিএসজিতেও নেইমার আর থাকবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গত ফেব্রুয়ারির পর থেকে নেইমার আর পিএসজির হয়ে মাঠে নামেননি। তাঁর লিগামেন্টে চোট লেগেছিল। অস্ত্রোপচার হয়েছে। আগামী মাসে তিনি আবার মাঠে নামবেন বলে জানা গেছে। তবে এও শোনা যাচ্ছে, তিনি এবার পিএসজি ছাড়তে চাইছেন।

এমবাপ্পেকে পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যাওয়ার পরামর্শ মেসিরও

প্যারিস ঃ পিএসজিতে দুই মৌসুম জুটি বেঁধে খেলেছেন তাঁরা। গভীর বন্ধুত্ব না থাকলেও তাঁদের মাঝে যে বৈরিতা নেই, তা বিভিন্ন সময় দুজনের কথাতে স্পষ্ট। বলা হচ্ছে, লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপ্পের কথা। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর দুজনের বৈরিতা নিয়ে অনেক খবর শোনা গিয়েছিল। তবে সেসব যে সত্যি নয়, তা স্পষ্ট হয় মেসি পিএসজি ছাড়ার পর এমবাপ্পের দেওয়া বক্তব্যে। সে সময় এমবাপ্পে বলেছিলেন, পিএসজিতে মেসি প্রাপ্য সম্মান পাননি।

এখন যখন এমবাপ্পের দলবদল নিয়ে নানা ধরনের গুঞ্জন, পিএসজি ছাড়ার আগে তাঁকে দেওয়া মেসির পরামর্শের কথা সামনে এসেছে। মাদ্রিদভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দেফেনসা সেন্ট্রাল এক প্রতিবেদনে আর্জেন্টাইন মহাতারকার মন্তব্যটি প্রকাশ করেছে। ক্লাব ছাড়ার আগে মেসি নাকি এমবাপ্পেকে বলেছেন, তাঁকে তিনি বার্সেলোনায় দেখলে খুশি হবেন। কিন্তু এমবাপ্পে যদি চান, তবে তিনি রিয়ালেও যেতে পারেন। অর্থাৎ এমবাপ্পের উদ্দেশে মেসির বার্তাটা পরিষ্কার, পিএসজি ছাড়ো, এরপর যেখানে খুশি যাও!

দুই বছর পিএসজিতে কাটিয়ে সম্প্রতি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মেসি। ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা দেওয়ার সময় মেসি বলেছিলেন, পিএসজিতে দুই বছর তিনি ভালো ছিলেন না। এবার জানা গেল, সতীর্থ এমবাপ্পেকেও বড় কিছু অর্জনের লক্ষ্যে পিএসজি ছাড়ার কথা বলেছিলেন মেসি। দেফেনসা সেন্ট্রাল মেসির সেই বক্তব্যকে তুলে ধরেছে এভাবে, 'আমি চাই, তুমি বার্সেলোনাকে বেছে নাও। তবে তুমি চাইলে মাদ্রিদেও যেতে পারো, সেটাই করো। একটি সত্যিকারের জেতার মতো প্রজেক্ট তোমার প্রাপ্য।'

মেসি পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পরই এমবাপ্পের ক্লাব ছাড়ার প্রসঙ্গটি সামনে আসে। ক্লাবের উদ্দেশে এমবাপ্পের পাঠানো একটি চিঠিকে ঘিরেই যত খবরের শুরু। সেই চিঠিতে এমবাপ্পে জানান, ২০২৪ সালে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি আর চুক্তি নবায়ন করবেন না। তবে এক বছর পর এমবাপ্পেকে ফ্রি এজেন্ট (মুক্ত খেলোয়াড়) হিসেবে ছাড়তে চায় না পিএসজি। তাই এমবাপ্পেকে পিএসজি জানায়, যেতে চাইলে এই গ্রীষ্মেই যেতে হবে।

আর থাকতে হলে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েই থাকতে হবে। এরপরও এমবাপ্পে অবশ্য আরেক মৌসুম থাকার কথাই বলেছেন। এর মধ্যে জানা যায়, এমবাপ্পের মা ফাইজা লামারিও চান তাঁর ছেলে পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যাক। বর্তমানে এমবাপ্পের হয়ে ক্লাবের সঙ্গে দর কষাকষির কাজও করছেন ফাইজা। এর আগে গত মৌসুমেও এমবাপ্পের পিএসজিতে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে ভূমিকা ছিল ফাইজার। কিন্তু এবার ছেলেকে তিনি তাঁর স্বপ্নের ক্লাবেই পাঠাতে চান।

এদিকে এমবাপ্পের দলবদল নিয়ে নানা ধরনের গুঞ্জন যখন সামনে আসছে, পিএসজি কমিউনিটি নামের প্যারিসভিত্তিক এক সংবাদমাধ্যম নতুন বোমা ফাটিয়েছে। তারা জানিয়েছে, পিএসজির সঙ্গে এমবাপ্পের সম্পর্কের সেতু পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। যে কারণে এমবাপ্পের এ মৌসুমে রিয়ালে যাওয়া চূড়ান্ত। এমনকি এমবাপ্পেকে কিনতে রিয়ালের কত টাকা লাগবে, সে অঙ্কও জানিয়েছে তারা।

কিলিয়ান এমবাপ্পে ও লিওনেল মেসি পিএসজিকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যমটির দাবি, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটি এমবাপ্পের জন্য পিএসজিকে ২৫ কোটি ইউরো দেবে, সঙ্গে আরও ৫ কোটি টাকা বোনাসও দেবে। চুক্তি নিয়ে এরই মধ্যে ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের সঙ্গে পিএসজি কর্তৃপক্ষের কথাও হয়েছে।

দলবদলে অবশ্য শেষ কথা বলে কিছু নেই। এর আগেও এমবাপ্পের নিশ্চিত রিয়ালে যাওয়ার খবর বদলাতে খুব বেশি সময় লাগেনি। এবারও চুক্তি স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত হাওয়া বদলে যেতে পারে যেকোনো দিকে। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত ঘোষণা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

১৫ ম্যাচ জয়শূন্য, এরপর ২৫২ রান তাড়া করে রেকর্ড জয় মিডলসেক্সের

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ সর্বশেষ ১৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ টানা হেরেছিল মিডলসেক্স। ওভালে গতকাল টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টের ম্যাচে সারে যখন ৭ উইকেটে ২৫২ রান তুলল, মনে হচ্ছিল মিডলসেক্সের জয়খরায় যুক্ত হচ্ছে আরেকটি ম্যাচ। তবে লন্ডন ডার্বিতে মিডলসেক্স ভেবেছিল অন্য কিছু। বোলারদের নিষ্পেষিত হওয়ার দিনে অধিনায়ক স্টিফেন এস্কিনাজি, ম্যাক্স হোল্ডেন, রায়ান হিগিনসরা লিখলেন ইতিহাস। সারের দেওয়া লক্ষ্য মিডলসেক্স পেরিয়ে গেল ৪ বল বাকি থাকতেই। ব্লাস্টের ইতিহাসে এটিই সর্বোচ্চ রান তাড়া, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে যেটি দ্বিতীয়। এ ম্যাচের আগে টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ডটিও ছিল মিডলসেক্সের। ২০১৯ সালে টন্টনে সমারসেটের দেওয়া ২২৭ রানের লক্ষ্য তারা পেরিয়ে গিয়েছিল ৬ উইকেট ও ১৮ বল বাকি রেখে। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ডটি দক্ষিণ আফ্রিকার। গত মার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তারা জিতেছিল ২৫৮ রান তাড়া করে। টসে হেরে গতকাল সারেকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিল মিডলসেক্স। উইল জ্যাকস ও লরি ইভান্সের ওপেনিং জুটিতেই সারে তোলে ১৭৭ রান, যে জুটি ভাঙে ১৩তম ওভারে ইভান্স আউট হওয়াতে। তিনি ৩৭ বলে করেন ৮৫ রান, ৯টি চারের সঙ্গে মারেন ৫টি ছক্কা। ৪৫ বলে ৯৬ রান করা জ্যাকস অবশ্য একটু আক্ষেপেই পুড়েছেন। ৪ বলে সেঞ্চুরি তো মিস করেছেনই, ছয় বলে ছক্কার কীর্তিটিও আরেকটু হলে হয়ে যেত তাঁর। ইনিংসের ১১তম ওভারে লুক হোলম্যানের প্রথম ৫ বলে ৫টি ছক্কা মেরেছিলেন, শেষ বলে নিতে পারেন সিঙ্গেল। মাঝে ২৯ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে একটু ছন্দপতন হলেও জেমি ওভারটন (৯ বলে ১৮), অধিনায়ক ক্রিস জর্ডানের ৭ বলে ১৬ রানের ক্যামিওতে ২৫০ পেরিয়ে যায় সারে। মিডলসেক্স বোলারদের সবার ওপর দিয়েই কমবেশি ঝড় বয়ে গেছে, ১০-এর নিচে ইকোনমি রেট ছিল না কারোরই। টি-টোয়েন্টিতে হারা ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ স্কোর

স্কোর	দল	প্রতিপক্ষ	ভেন্যু	সাল
২৫৩৮	কোয়েটা	মুলতান	রাওয়ালপিন্ডি	২০২৩
২৪৮৪	সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট	ওটাগো	নিউ প্লাইমাউথ	২০১৬
২৪৪৪	ভারত	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	লডাহিল	২০১৬
২৩৩৬	সাসেক্স	এসেক্স	চেমসফোর্ড	২০২২
২৩২৬	পেশোয়ার	ইসলামাবাদ	আবুধাবি	২০২১

ইনিংসের মাঝপথে ২৫২ রানের স্কোর নিয়ে যদি নিরাপদ বোধ করে সারে, তাহলে তারা ভুলই করেছে। জো ক্র্যাকনেলের সঙ্গে এস্কিনাজির ওপেনিং জুটিতে মিডলসেক্সের শুরুটা অবশ্য হয় দারুণ। পাওয়ার প্লের দারুণ সদ্ব্যবহার করেন তাঁরা, প্রথম ৬ ওভারে ওঠে ৮৩ রান।

নেইমার ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলতে চান আনচেলত্তির অধীন

প্যারিস ঃ ২০২৬ বিশ্বকাপে কি খেলবেন নেইমার? ব্রাজিল তারকার বয়স এখন ৩১ বছর। তিন বছর পর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে তাঁর বয়স হবে ৩৪ বছর। এ বয়সে অনেকেই বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলেছেন। নেইমারও ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, সে প্রশ্ন উঠছে কাতার বিশ্বকাপের পর তাঁর একটি মন্তব্যের কারণে। গত ডিসেম্বরে কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিলের বাদ পড়ার পর নেইমার বলেছিলেন, আরও একটি বিশ্বকাপ খেলবেন কি না, তিনি জানেন না। ছয় মাস পেরোনোর পর ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে নিজের ইচ্ছার কথা জানালেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনের বিশ্বকাপে খেলতে চান তিনি।

ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ব্যান্ড স্পোর্টস চ্যানেলে কাল একটি সাক্ষাৎকার দেন নেইমার। তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান নেইমার জুনিয়র ইনস্টিটিউটের একটি চ্যারিটি অনুষ্ঠানে এদিন ব্যস্ত সময় কেটেছে তাঁর। সাও পাওলোয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৯০০ অতিথি আমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক সেলেব্রেটিও ছিলেন। নেইমারের জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রিগোও গিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে। সেখানেই দেওয়া সাক্ষাৎকারে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন নেইমার, 'ঈশ্বর চাইলে খেলব।'

২০২৬ বিশ্বকাপ ঘিরে পরিকল্পনা করছে ব্রাজিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাই এখনো দূর করতে পারেনি। কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের হারের পর কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান তিতে। তারপর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ রামন মেনেজেসকে দিয়েই কাজ চালাচ্ছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। আর এ সময়ের মধ্যে কার্লো আনচেলত্তিকে রাজি করানোর চেষ্টা করছে তারা। রিয়াল মাদ্রিদ কোচ আনচেলত্তি ২০২৪ পর্যন্ত মাদ্রিদের ক্লাবটিতে থাকতে চান। সেখানে চুক্তির মেয়াদ আগে শেষ করতে চান আনচেলত্তি। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো এর আগে জানিয়েছিল, রিয়াল কোচ আনচেলত্তিকে মৌখিকভাবে রাজি করিয়েছে সিবিএফ। ইতালিয়ান

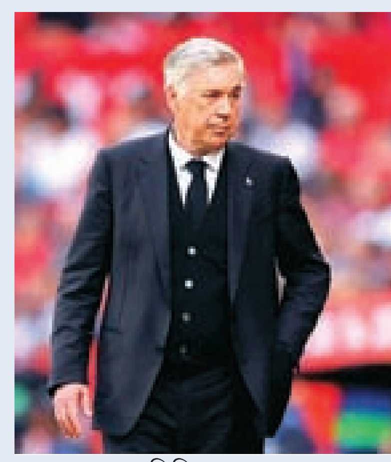

কোচের জন্য সিবিএফ ১ বছর অপেক্ষা করতেও রাজি। অর্থাৎ, ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যমের তথ্য ঠিক থাকলে ২০২৪ সালে ব্রাজিল কোচ হিসেবে দেখা যেতে পারে আনচেলত্তিকে।

সেটা অনেক পরের ব্যাপার। তাই বলে কথা তো থেমে নেই। আনচেলত্তির ব্রাজিলের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করছে দেশটির সংবাদমাধ্যম। নেইমারের কাছেও এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। পিএসজি তারকার কথা শুনে বোঝা গেল, ২০২৬ বিশ্বকাপ তিনি আনচেলত্তির অধীনই খেলতে চান, 'ব্রাজিল বিদেশি কোচ নেওয়ার সুবিধা পাবে। আনচেলত্তি এমন একজন মানুষ, যিনি সবকিছু জিতেছেন। তিনি অবশ্যই আমাদের অনেক কিছু শেখাবেন।' নেইমারের চ্যারিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা রিয়াল মাদ্রিদ তারকা রদ্রিগোও আনচেলত্তিকে নিয়ে কথা বলেছেন ব্যান্ড স্পোর্টস চ্যানেলের সঙ্গে। আনচেলত্তি রিয়ালের কোচ হওয়ায় তাঁকে ভালোভাবে জানেন রদ্রিগো। জাতীয় দলের কোচ হওয়া প্রসঙ্গে রদ্রিগো বলেছেন, 'বেশি কিছু বলতে পারব না। কারণ, এ বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানি না। তবে এটা জানি, তিনি জাতীয় দলের পরিকল্পনায় সবার চেয়ে এগিয়ে আছেন। সভাপতি থেকে খেলোয়াড়েরাও তাঁকে চায়। ভিনি, আমি ও মিলিতাও (সবাই রিয়ালের খেলোয়াড়) তাঁকে অনেক আগে থেকেই জানি। তাঁকে পাওয়াটা হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এখনো তো কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়। আশা করি, (রিয়ালের সঙ্গে) চুক্তির মেয়াদ শেষে তিনি আমাদের জাতীয় দলে যোগ দেবেন।'

রাশিয়া কি সত্যিই ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে

মস্কো (ওয়েবডেস্ক)ঃ রাশিয়া কি সত্যিই ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে? প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেন সেনা অভিযান শুরুর পর থেকেই এই প্রশ্ন অনেকেই করছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এখন এই সম্ভাবনা নাকচ করছেন না।

আমার ভয় পুতিন হয়তো কৌশলগত (ট্যাকটিকাল) পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সোমবার বলেন। তিনি বিশ্বাস করেন এই বিপদ এখন শুধু বাস্তব।

আমি জানিনা প্রেসিডেন্ট বাইডেন 'প্রোফাইল' নামের রুশ ম্যাগাজিনটি পড়েন কিনা। যদি তিনি পড়েন, তাহলে বোঝা যাবে কেন তিনি এখন এমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

গত সপ্তাহে প্রোফাইল ম্যাগাজিনে সুপরিচিত একজন রুশ পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ সের্গেই কারাগোনভের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মি. কারাগোনভ সরকারের উঁচু মহলের ঘনিষ্ঠ।

যে যুক্তি তিনি তার লেখায় তুল ধরেছেন তা অনেকটা এরকম ¯ পশ্চিমা দেশগুলোর সংকল্প ধূলিসাৎ করতে রাশিয়াকে এখন শক্তভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে তারা প্রস্তুত এবং সে কারণে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের বর্তমান শর্তাবলী শিথিল করতে হবে।

শত্রুদের অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাদের অতীত এবং বর্তমানের সমস্ত আগ্রাসী তৎপরতার বদলা হিসাবে আমরা আগেভাগেই আঘাত করতে প্রস্তুত। এতে বিশ্বব্যাপী এবং পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি এড়ানো যাবে।

কিন্তু তারপরও যদি তারা না থামে তখন কি হবে? তখন আমাদের কতগুলো দেশে বেশ কতগুলো টার্গেটে আঘাত করতে হবে যাতে যেসব লোকের বোধবুদ্ধি এবং যুক্তি লোপ পেয়েছে তাদের যেন হুঁশ ফেরে, লিখেছেন মি. কারাগোনভ।

গত বছর থেকে আমরা মস্কোর কাছ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে অনেক কথা , অনেক হুমকিধামকি শুনছি।

প্রেসিডেন্ট পুতিন নিজে কদিন আগে নিশ্চিত করেছেন যে রাশিয়া বেলারুশে ট্যাকটিকাল পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন শুরু করেছে, এবং প্রথম চালান সেদেশে পৌঁছে গেছে।

মি. পুতিন বলেন যারা আমাদের কৌশলগত পরাজয়ের জন্য উন্মুখ তাদের হুঁশ ফেরাতে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন সোমবার বলেন, আমার ভয় পুতিন হয়তো কৌশলগত (ট্যাকটিকাল) পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবেন।

কিন্তু পশ্চিমের ওপর আগেভাগেই পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের কথা বলা মানে বিষয়টির গুরুত্বকে অন্য স্তরে নিয়ে যাওয়া।

তবে, সের্গেই কারাগোনভ যে কৌশলের কথা বলছেন তার সাথে রাশিয়ার সবাই একমত নন।

যেমন, রাশিয়ার ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত দৈনিক কোমেরসান্ট সংকট সমাধানে পারমাণবিক যুদ্ধের ধারণা খুবই অমঙ্গল শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে।

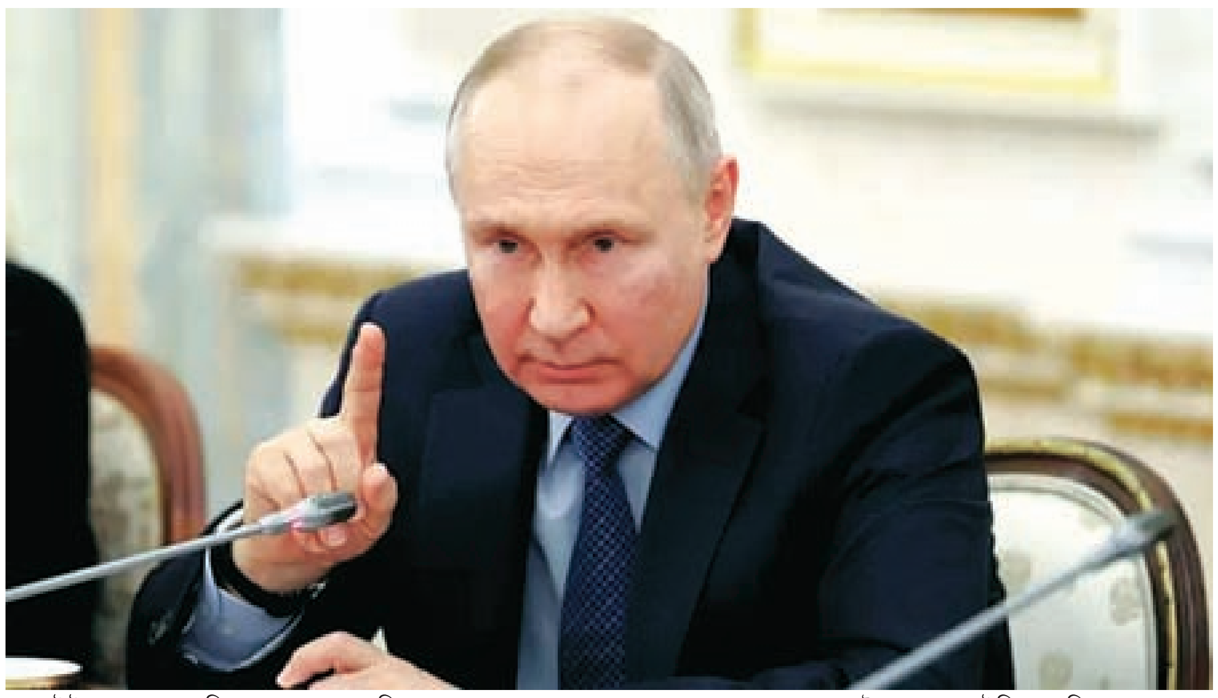

তবে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া কখন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে বা আদৌ করা উচিৎ কিনা তা নিয়ে এদেশে এখন খোলাখুলি বিতর্ক শুরু হয়েছে, এবং কট্টরপন্থীদের সাথে সবাই একসাথে গলা মেলাচ্ছেনা।

যেমন, বেশ কজন রুশ পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ যৌথভাবে কোমেরসান্টের ঐ নিবন্ধটি লিখেছেন। সেখানে তারা যুক্তি দিয়েছেন কেন সের্গেই কারাগোনভের চিন্তাভাবনা ভুল এবং বিপজ্জনক।

পারমাণবিক অস্ত্র যুদ্ধ প্রশমিত করবে এবং কৌশলগত সমস্যার সমাধান করবে ¯ এমন ধারণা ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ ধরনের কৌশল খুবই সন্দেহজনক এবং, খুব সম্ভবত ভুল, লিখেছেন অ্যালেক্সেই আরবাতভ, কনস্তানতিন বোগদানভ এবং মিদিত্রি স্তেফানোভিচ। এরা সবাই রুশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের অন্তর্গত গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর হন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটির সাথে যুক্ত। যে কোনো সামরিক অভিযানেরই যে অজানা পরিণতি হতে পারে তার নজির আধুনিক ইতিহাসে অনেক রয়েছে। কিন্তু সেসব যুদ্ধেও পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার হয়নি। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে সংঘাত কোন দিকে কতদূর গড়াবে তা আঁচ করা অসম্ভব, এবং সংঘাত তাতে অনেক গুণে বেড়ে যেতে পারে। পারমাণবিক রুলে (চাকার মত ঘূর্ণায়মান বস্তু যা সাধারণত জুয়া খেলায় ব্যবহার করা হয়) খেললে যে তেজস্ক্রিয়তা তৈরি হবে তা উজ্জ্বল কোনো ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে খারাপ ভিত্তি। স্পর্শকাতর এবং ভয়ঙ্কর জুয়ার ভক্ত যারা তাদের সেটা মনে রাখা উচিৎ। পশ্চিমা দেশগুলার বিভিন্ন টার্গেটে পারমাণবিক হামলার যে ধারণা মি. কারাগোনভ দিয়েছেন তা নিয়ে হয়তো অনেক রুশ শিক্ষাবিদ এবং গবেষক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন এবং তারা মনে করছেন এখন তাদের চুপ করে থাকা ঠিক হবে না। এ ঘটনা ইঙ্গিত দেয় যে যদিও রুশ মিডিয়ার ওপর শক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছে, তারপরও কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কোনো কোনো মিডিয়ায় বিতর্কআলোচনা এখনো সম্ভব। বিশেষ করে বিষয় যখন পারমাণবিক যুদ্ধ।

অথবা এমনও হতে পারে পশ্চিমা দেশগুলোর নজর কাড়তে সচেতনভাবে এই বিতর্ক চলতে দেওয়া হচ্ছে যাতে মনে হয় মি. কারাগোনভ যেন একজন 'দুষ্ট পুলিশ' আর মি. পুতিন যেন একজন বিবেচক এবং যুক্তিবাদী নেতা।

এমন ধারণা হয়তো কাজ করছে যে পশ্চিমারা হয়তো মনে করবে মি. পুতিন নিজে তো আগেভাগে তাদের টার্গেট করে পারমাণবিক হামলার কোনো কথা বলেননি, সুতরাং তার সাথে শান্তি স্থাপনই বিবেচকের মত কাজ হবে। তা না হলে, কারাগোনভের মত কট্টরপন্থীরা হয়তো পারমাণবিক অস্ত্রের সুইচে চাপ দিয়ে দেবে।

একটি বিষয় পরিস্কার ঃ একদিকে পশ্চিমা বিরোধী বাগাড়ম্বর রাশিয়াতে বাড়ছে, এবং সেইসাথে ইউক্রেন তাদের পাল্টা হামলা শুরু করেছে। ফলে, পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে কথাবার্তা সহসা বন্ধ হচ্ছে না।

হোয়াইট হাউজে মোদীর আগমনকে ঘিরে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হোয়াইট হাউজে বৃহস্পতিবার একটি আড়ম্বরপূর্ণ, পরিপূর্ণ আলোচনার দিনে দুই দেশের অংশীদারিত্বের শক্তির ওপর জোর দিয়েছেন। রাশিয়ার সাথে দ্বন্দ্ব এবং চীনের সাথে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রশাসন এই সফরটির বিস্তারিত পরিকল্পনা করে।

বাইডেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত প্রায় প্রতিটি মানবিক প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছে। তিনি মোদির সাথে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন, যা ভারতীয় নেতার জন্য একটি বিরল ঘটনা।

বাইডেন বলেন, সহযোগিতার মূল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে, স্বাস্থ্য নির্ণয়ের প্রযুক্তি, মহাকাশ অনুসন্ধান, পরিচ্ছন্ন জ্বালানী স্থানান্তর এবং জলবায়ু সংকট প্রশমন। বাইডেন আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত ভুল তথ্য ও নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে তাদের ব্যবহার এড়াতে, কোয়াঃটাম কম্পিউটিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং উদীয়মান প্রযুক্তিগুলিতে সমন্বিত দক্ষতা ব্যবহার করছে।

বাইডেন বলেন, দুই দেশ সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইন, অগ্রগামী টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক এবং আরও যৌথ মহড়ার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব জোরদার, প্রতিরক্ষা শিল্পের মধ্যে

সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সমস্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সামরিক সমন্বয়ের জন্য সহযোগিতা দ্বিগুণ করছে। বাইডেন বলেছেন, তিনি মোদির সাথে ইউক্রেনে রাশিয়ার নৃশংস যুদ্ধের ফলে মানবিক ট্র্যাজেডিগুলি প্রশমিত করার এবং সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার উপর জাতিসংঘের সনদের মূল নীতিগুলি রক্ষা করার জন্য যৌথ প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ভারত, রাশিয়ার অস্ত্রের একটি বড় আমদানিকারক, দেশটি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ইউক্রেন আক্রমণের সমালোচনা করতে নারাজ। মোদি এর পরিবর্তে গ্লোবাল সাউথের উপর লড়াইয়ের নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি একজন দোভাষীর মাধ্যমে বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য, সমস্ত দেশের ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, ভারত সংঘাতের অবসান ঘটাতে, আলোচনা ও কূটনীতির ওপর জোর দিয়েছে।

বৈষম্যের একেবারেই কোন স্থান নেই, উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার দেশের মূল নীতি হচ্ছে, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস, যার অর্থ সকলের বিকাশের জন্য, সকলের বিশ্বাসের সাথে একসাথে।

এই সপ্তাহের শুরুর দিকে, ৭০ জনেরও বেশি আমেরিকান আইন প্রণেতার একটি দল বাইডেনকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা মোদীর সাথে মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রযোজেনীয়তার বিষয়ে কথা বলার আহ্বান জানান।

চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের একজন সিনেটর বেন কার্ডিন ভিওএকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তবে আমাদের অবশ্যই এটিকে আমাদের মূল্যবোধের মধ্যে আবৃত করতে হবে এবং ভারতকে তার নিজের নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য আরও অনেক কিছু করতে হবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার, বাইডেন হোয়াইট হাউজের সাউথ লনে একটি সম্পূর্ণ অনার গার্ড অনুষ্ঠান এবং ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে স্যালুট দিয়ে মোদীকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রভারত সম্পর্ক ২১ শতকের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। প্রায় ৭,০০০ ভারতীয় আমেরিকানকে অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য হোয়াইট হাউজে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এ সময়, ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসও উপস্থিত ছিলেন, যার মা শ্যামলা গোপালন ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ডক্টরেটের জন্য অধ্যয়নের জন্য ভারত ছেড়েছিলেন। পরে ওভাল অফিসে তাদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে, বাইডেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে ১০ বছর আগে মোদির সাথে তার প্রথম সফরের কথা উল্লেখ করেন। তিনি সে সময় বলেছিলেন, ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লিকে ছোট ছোট ধাপে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। বাইডেন বলেন, গত ১০ বছরে, সেই ছোট পদক্ষেপগুলি বড় অগ্রগতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বুধবার রাতে, মোদি হোয়াইট হাউজে বাইডেন এবং ফার্স্ট লেডির সাথে একটি একান্ত নৈশভোজ উপভোগ করেন এবং উপহার বিনিময় করেন। এর আগে বুধবার, জিল বাইডেন মোদিকে নিয়ে গিয়েছিলেন ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদদের সাথে তিনি আলোচনা করেন। প্রশাসন এইচ১বি ভিসা প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভারতীয়দের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস এবং কাজ করা সহজ করে তুলবে বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানগুলি হোয়াইট হাউজে একটি রাষ্ট্রীয় নৈশভোজের মাধ্যমে শেষ হচ্ছে যেখানে মোদীকে একজন নামী রন্ধনশিল্পীর তৈরি একটি সুস্বাদু নিরামিষ খাবার পরিবেশন করা হয়।

টুকরো খবর

সেন্ট মার্টিন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য রাজনৈতিক কৌশল ছাড়া কিছুই নয়ঃবিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তাদের দলের (বিএনপি) বিরুদ্ধে সেন্টমার্টিন বিক্রির অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রীর 'মিথ্যা' মন্তব্য রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের কৌশল ছাড়া কিছুই নয়। বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল প্রশ্ন তোলেন, বিএনপিকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বানোয়াট বক্তব্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় পড়ে কি না। মির্জা ফখরুল বলেন, এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর তিনিও (হাসিনা) এমন মন্তব্য করেছিলেন। এটি একটি বানোয়াট গল্প যা তিনি কিছু সুবিধা পেতে তৈরি করেছেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন না যে, এটি বিপরীতমুখী হতে পারে। সরকার ক্ষমতায় থাকার জন্য এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে, দেশের ক্ষতি করতে দ্বিধা করছে না। মির্জা ফখরুল অভিযোগ করে বলেন, তারা জানে অন্য দেশ সম্পর্কে তারা কী মন্তব্য করছে, তা ভূরাজনীতিতে আমাদের প্রভাবিত করতে পারে। আমরা ইতিমধ্যে প্রভাবিত হয়েছি। আমরা কল্পনাও করতে পারি না কোনো দায়িত্বশীল নেতা, বিশেষ করে যিনি সরকার পরিচালনা করেন, এমন মন্তব্য করতে পারেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই মন্তব্য করেছেন। তাই, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা যেতে পারে কি না। বিএনপির বিরুদ্ধে তাঁর মিথ্যা অভিযোগ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় পড়ে কি না? তার মিথ্যা ও বানোয়াট মন্তব্যের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করার সময় এসেছে। মির্জা ফখরুল বলেন, এর আগে বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, বিএনপি ২০০১ সালে গ্যাস বিক্রির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে। এখন তারা দেশ বিক্রি করতে চায়। নাকি তারা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বিক্রি করে ক্ষমতায় আসতে চায়?

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, যদি তিনি (প্রধানমন্ত্রী) সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বা দেশটি ইজারা দেন তাহলেও তাঁর ক্ষমতায় থাকতে কোনো সমস্যা হবে না। প্রধানমন্ত্রী ষেখ হাসিনার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ফখরুল বলেন, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ। তিনি দাবি করেন, বিএনপি এমন একটি দল যারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বদা আত্মত্যাগ করে আসছে। মির্জা ফখরুল বলেন, বিএনপি দেশ বিক্রি করেছে নাকি দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে এমন প্রশ্ন কেউ তুলতে পারেনি। তবে তাদের (আওয়ামী লীগ) বিরুদ্ধে এমন অনেক অভিযোগ রয়েছে। তিনি নিজেও বলেছিলেন যে তারা তাদের (ভারত) সবকিছু দিয়েছে আপনি (প্রধানমন্ত্রী) কেন মানুষকে এত বোকা মনে করেন? তাঁর বোঝা উচিত যে তিনি এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে রেহাই পাবেন না। মির্জা ফখরুল আরও বলেন, সেন্টমার্টিন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য বিপজ্জনক । আপনি কি ভাবতে পারেন যে সেই দেশের (যুক্তরাষ্ট্র) সঙ্গে সম্পর্ক কোথায় দাঁড়াবে? প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের মাধ্যমে দেশে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ভিত্তি তৈরির অভিযোগও তোলেন মির্জা ফখরুল। তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না বলে নিশ্চিত হয়ে গেছেন বলে তিনি মন্তব্য করছেন কি না। মির্জা ফখরুল বলেন, আওয়ামী লীগ কোনোভাবেই একটি নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের কথা শুনতে চায় না কারণ দলটি বুঝতে পেরেছে যে দেশের মানুষ তাদের আর মেনে নেবে না। মির্জা ফখরুল বলেন, আমি তাঁকে (শেখ হাসিনা) অনুরোধ করতে চাই, আপনি দয়া করে মানুষের ভাষা ও তাদের দাবি এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষা বোঝার চেষ্টা করুন। মানুষ চায় আপনি এখনই পদত্যাগ করুন। কিছু সুবিধাভোগী এবং যারা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেছে তারা ছাড়া কেউই আপনাকে (শেখ হাসিনা) আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না। বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিদেশিদের সাহায্য চাইছে প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্য প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি বিএনপিকে নির্বাচনে নিয়ে ক্ষমতায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সাহায্য চেয়েছেন। মির্জা ফখরুল বলেন, তাদের দল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে এবং তারা বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমিও কোনো দেশকে নিতে দেওয়ার পক্ষে নয়। আমরা আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু বিসর্জন দিয়েও এই ধরনের যেকোনো পদক্ষেপকে রক্ষা করব। কিন্তু তারা (আওয়ামী লীগ) এ ধরনের কর্মকাণ্ড অনেক করেছে। সাংবাদিকেরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিএনপির কোনো চুক্তি আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিরোধী দল কোনো দেশের সঙ্গে কোনো চুক্তি করতে পারে না। চুক্তিগুলো দেশ এবং সরকার থেকে সরকারের মধ্যে সই হয়। উল্লেখ্য, বুধবার (২১ জুন) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছিলেন বিএনপি বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন দ্বীপ বিক্রি করে ক্ষমতায় আসতে চায়। বিএনপি ২০০১ সালে গ্যাস বিক্রির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে। এখন তারা দেশ বিক্রি করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে তাঁর সাম্প্রতিক সুইজারল্যান্ড ও কাতার সফরের ফলাফল নিয়ে আযোজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেছিলেন। শেখ হাসিনা বলেছিলেন, তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা এবং এ দেশের কোনো সম্পদ বিক্রি করে ক্ষমতায় আসতে চান না। তিনি বলেন, এখন আমি যদি বলি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বা আমাদের দেশ লিজ দিয়ে দেব, তাতেও আমার ক্ষমতায় থাকতে কোনো সমস্যা হবে না। তবে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে তিনি কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেবেন না।

টাইটানের পরিণতি 'আগেই বুঝতে পেরেছিলেন' টাইটানিক ছবির পরিচালক

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ হলিউড ফিল্ম নির্মাতা এবং বিখ্যাত টাইটানিক ছবির পরিচালক জেমস ক্যামেরন বিবিসিকে বলেছেন যে ডুবোযান টাইটানের বিপর্যয়কর এই পরিণতি সম্পর্কে তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

জেমস ক্যামেরন ১৯৯৭ সালে এই সিনেমাটি তৈরি করতে গিয়ে, আটলান্টিক সাগরের যেখানে টাইটানিক জাহাজটির ধ্বংসাবশেষ শতাধিক বছর ধরে ডুবে আছে, সেখানে তিনি ৩৩ বার গিয়েছিলেন।

উনিশশো বারো সালের এই উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে এই জাহাজ দুর্ঘটনা নিয়ে তিনি টাইটানিক চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন যা সারা বিশ্বে আলোড়ন তৈরি করেছিল।

জেমস ক্যামেরন বলেন, টাইটান ডুবোযানটি রোববার যখন নিখোঁজ হয়ে যায়, সেসময় তিনি একটি জাহাজে ছিলেন এবং সোমবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগ পর্যন্ত তিনি এবিষয়ে কিছুই জানতেন না।

মি. ক্যামেরন বলেন, তিনি যখন জানতে পারেন যে ডুবোযানটি একই সময়ে তার নেভিগেশন ও যোগাযোগ দুটোই হারিয়ে ফেলেছে, তখনই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একটি বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম কী হয়েছে। ডুবোযানটির ইলেকট্রনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে, একই সঙ্গে এর ট্র্যাকিং ট্রান্সপন্ডারও অকেজো হয়ে গেছে, তখনই বুঝেছি এটা শেষ।

সিনেমার এই পরিচালক আরো বলেন ঃ এ ধরনের ডুবোযানের বিষয়ে যার কাজ করেন তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমি সাথে সাথেই ফোনে যোগাযোগ করি। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি কিছু তথ্য পেয়ে যাই তারা জলের নিচে অবতরণ করছে। ৩,৫০০ মিটার গভীরে। তারা যাচ্ছিল ৩,৮০০ মিটার নিচে সমুদ্রের তলদেশের দিকে।

তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং নেভিগেশন হারিয়ে ফেলেছে আমি তখনই বললাম চরম কোনো বিপর্যয় অথবা প্রচণ্ড শক্তি-জনিত বিপর্যয় ছাড়া যোগাযোগ ও নেভিগেশন এই দুটোই একই সঙ্গে হারিয়ে ফেলা সম্ভব নয়।

প্রথমেই আমার ইমপ্লোশনের (পানির প্রচণ্ড চাপে ডুবোযানটি দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার) কথা মনে হয়েছিল, বলেন তিনি।

এর আগে আমেরিকান কোস্ট গার্ডের একজন কর্মকর্তা জানান যে রবিবার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া টাইটানের পাঁচজন আরোহীই মারা গেছেন। তিনি বলেছেন ডুবোযানটি বিপর্যয়কর ইমপ্লোশনের শিকার হয়েছিল বলে তারা ধারণা করছেন।

বৃহস্পতিবার মার্কিন নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তাও সিবিএস নিউজকে জানিয়েছেন যে ডুবোযানটির বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌবাহিনী অস্বাভাবিক এক শব্দ শনাক্ত করেছিল যার সাথে ইমপ্লোশনের সামঞ্জস্য রয়েছে।

নৌবাহিনীর ওই কর্মকর্তা বলেন এই তথ্য মার্কিন উপকূলরক্ষী বাহিনীকে জানানো হয়েছিল যার জের ধরে তারা তাদের অনুসন্ধানের এলাকা ছোট করে নিয়ে এসেছিল।

বিবিসি নিউজকে ক্যামেরন বলেন সবকিছুই তার কাছে প্রলম্বিত এক দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল যেখানে লোকজন চারপাশে ছুটাছুটি করছে, দড়াম করে শব্দ হওয়ার কথা বলছে এবং অক্সিজেন ও অন্যান্য নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলছে।

আমি জানতাম যে ডুবোযানটি তার সর্বশেষ গভীরতায় ও জায়গায় পড়ে আছে। তারা ঠিক সেখানেই এটিকে খুঁজে পেয়েছে, বলেন তিনি।

তিনি বলেন বৃহস্পতিবার যখন সেখানে জলের নিচে চলতে পারে এরকম যান পাঠিয়েছে, তখনই অনুসন্ধানকারীরা কয়েক ঘণ্টা, সম্ভবত কয়েক মিনিটের মধ্যেই এটিকে খুঁজে পেয়েছে।

জেমস ক্যামেরন বলেন, এখন সেখানে আরো একটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ যোগ হলো। সতর্কতায় কর্ণপাত না করার কারণেই এই দুটো ঘটনা ঘটেছে। ওশানগেটকেও (ডুবোযান টাইটানের পরিচালনাকারী কোম্পানি) সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, বলেন তিনি। তিনি বলেন এই কোম্পানিতে যারা কাজ করতো তাদের কয়েকজন চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু কী কারণে চাকরি ছেড়ে ছিল সেটা তিনি স্পষ্ট করেন নি।

জেমস ক্যামেরন আরো বলেন গভীর সমুদ্রে যাওয়ার সঙ্গে যারা জড়িত তারা ওশানগেট কোম্পানির কাছে চিঠি লিখে বলেছিলেন যে তারা বিশ্বাস করেন, তার ভাষায়, তোমরা বিপর্যয়ের পথে যাচ্ছ।

ক্যামেরনই একমাত্র ব্যক্তি নন যিনি গভীর সমুদ্রে পর্যটন বিষয়ক এই কোম্পানির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মেরিন টেকনোলজি সোসাইটি এমটিএস ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ওশানগেটকে একটি চিঠি দিয়েছিল, এই চিঠিটি নিউ ইয়র্ক টাইমসের হাতে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ওশানগেট বর্তমানে যেসব পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে... তার নেতিবাচক ফল (ছোটখাটো থেকে শুরু করে বড় ধরনের বিপর্যয়) দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে উত্থাপিত কাগজপত্রেও দেখা যাচ্ছে যে ওশানগেটের সাবেক একজন কর্মকর্তা ২০১৮ সালে ডুবোযানের সম্ভাব্য নিরাপত্তা সমস্যার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

এসব নথিতে দেখা যাচ্ছে কোম্পানির মেরিন অপারেশন্স পরিচালক ডেভিড লকরিজ তার পরিদর্শন রিপোর্টে এবিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মি. লকরিজ এবং এমটিএসের এসব উদ্বেগের ব্যাপারে জানতে চাইলে ওশানগেটের একজন মুখপাত্র মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

বাইডেন-মোদী বৈঠকে গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্র সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছে সেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই সফরে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা, সেমিকন্ডাক্টর এবং খনিজ সম্পদ নিয়ে বিভিন্ন চুক্তি ও সমঝোতা স্বাক্ষর করা হয়।

দুই নেতার বৈঠকের পর এক যৌথ ঘোষণায় এসব বিষয় জানানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে দুই ঘণ্টা একান্ত বৈঠকের পর যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে বৈঠকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মি. বাইডেন বলেন, আমেরিকা এবং ভারতের 'ডিএনএ'র' মধ্যে গণতন্ত্র রয়েছে। তিনি ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সরকারের আমলে ভিন্ন মতাবলম্বী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর দমন-পীড়নের বিষয়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলো যেসব অভিযোগ তুলেছে সেটি নিয়ে মি. বাইডেনকে প্রশ্ন করা হয়।

ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রর সম্পর্ক যে জায়গায় অবস্থান করছে, চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টি সে রকম নয়। এর মৌলিক কারণ হচ্ছে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারষ্পরিক শ্রদ্ধা হচ্ছে দুই দেশই গণতান্ত্রিক, বলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ডিনারের অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, দুটো মহান জাতি, দুটো মহান বন্ধু এবং দুটো বড় শক্তি, চিয়ার্স। জবাবে নরেন্দ্র মোদী বলেন, আপনি মৃদুভাষী, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে আপনি বেশ দৃঢ়। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। মি. মোদী তার নয় বছরের শাসনামলে কখনোই এ ধরণের সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেননি।

সংবাদ সম্মেলনে একজন ভারতীয় এবং একজন আমেরিকান সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন। এই দুটো প্রশ্নই আগে থেকে নির্ধারিত ছিল। তিনি অনুবাদকের মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন। সিএনএন জানিয়েছে, যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেবার বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কারণ, ধরণের সংবাদ সম্মেলন করার বিষয়ে ভারতের দিক থেকে তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। যৌথ সংবাদ সম্মেলন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের অবস্থান এবং ব্যাপক আলোচনার পরে ভারতও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে, জানিয়েছে সিএনএন। সংবাদ সম্মেলনে ভারতের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, মি. মোদী ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি খারিজ করে দেন। যৌথ বিবৃতিতে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন-ভিত্তিক নীতির মধ্য দিয়ে আরও শক্তিশালী, বৈচিত্র্যময় মার্কিন-ভারত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়। জাতিসংঘের রীতিনীতি, আন্তর্জাতিক আইন ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বর্তমান যে বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেটাকে সম্মান জানানোর প্রতি জোর দিয়েছে দুই পক্ষই। মিয়ানমার ও উত্তর কোরিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে জঙ্গি হামলার ক্ষেত্র হিসেবে যেন ব্যবহার না করা হয় সে বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে যৌথ বিবৃতিতে। ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় - যুদ্ধের কারণে বিশ্ব যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে তা থেকে উত্তরণের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অবনতি ঘটতে থাকা মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দুই নেতা। দেশটিতে নির্বিচারে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দিয়ে গঠনমূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এগিয়ে নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে যৌথ বিবৃতিতে। আল-কায়েদা, আইসিস, লস্কর-এ-তাইয়েবার মতো জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়া আফগানিস্তানকে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ এবং স্থিতিশীল করার ব্যাপারে সমর্থন জানিয়েছেন জো বাইডেন ও নরেন্দ্র মোদী।

বিভিন্ন ধরণের সামরিক ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক সম্পর্ক বাড়ানোর পাশাপাশি সামরিক জোট কোয়াডকে আরও কার্যকরী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত হয়েছে দুই পক্ষই। প্রতিরক্ষা বিষয়ক দুই দেশের অংশীদারিত্বকে আরো শক্তিশালী করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবারের বৈঠকে। সামরিক পর্যায়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা পরমাণু বিদ্যা সংযোজনের পাশাপাশি ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে আমেরিকার সহযোগিতার বিষয়টিও উঠে এসেছে।

'সুইস ব্যাংক থেকে এক বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছে বাংলাদেশিরা'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বলা হয় সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে অবিশ্বাস্য গতিতে কমেছে বাংলাদেশিদের আমানত। মাত্র এক বছরেই সুইস ব্যাংকগুলো থেকে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা সরিয়ে নিয়েছে বাংলাদেশি নাগরিক এবং এ দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের ডলার সংকট এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। কেউ কেউ পাচার করা টাকাও হয়তো সরিয়ে নিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এসএনবি) বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে ২০২২ সালে তাদের ব্যাংকগুলোর দায় ও সম্পদের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। খবরটি নিয়ে বণিক বার্তার শিরোনাম - সুইস ব্যাংকে জমা বাংলাদেশিদের অর্থ কমেছে ৯৩.৬৫। পত্রিকাটি বলছে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক বা সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের জমা রাখা অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশীরা দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে জমা করেছেন ৫ কোটি ৫২ লাখ ৬৮ হাজার সুইস ফ্রাঁ। এক বছরে যা প্রায় ৮২ কোটি সুইস ফ্রাঁ বা ৯৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ কমে গেছে।

সাবমার্সিবল ডুবোযানের সব আরোহী 'বিস্ফোরণে' মারা গেছেন

লন্ডন (এজেন্সী) ঃ নিখোঁজ টাইটান সাবমার্সিবল ডুবোযানের পাঁচজন আরোহীই মারা গেছেন বলে জানিয়েছে আমেরিকান কোস্ট গার্ডের একজন কর্মকর্তা। ওই কর্মকর্তা বলেছেন ডুবোযানটি বিপর্যয়কর বিস্ফোরণএর শিকার হয়েছিল বলে তারা ধারণা করছেন। কোস্ট গার্ড বলেছে যে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকালের দিকে ডুবে যাওয়া ঐতিহাসিক জাহাজ টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের কাছে একটি এলাকায় কিছু ভাঙা বস্তুর সন্ধান তারা পান। ডুবোযানটি রবিবার নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। যানটির পরিচালক সংস্থা বলেছে যানটির আরোহী পাঁচ ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে ছিলেন অভিযাত্রী এবং অ্যাডভেঞ্চারের আসল উত্তেজনা ও আনন্দের তারা ছিলেন প্রকৃত ভাগীদার।

ডুবোযানের যাত্রীরা ছিলেন ৬১ বছর বয়সী স্টকটন রাশ, যিনি ওশানগেট কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্রিটিশ পাকিস্তানি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ৪৮ বছর বয়সী শাহজাদা দাউদ, তার ১৯ বছরের ছেলে সুলেমান দাউদ এবং ব্রিটিশ ধনকুবের ব্যবসায়ী ৫৮ বছর বয়সী অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী হ্যামিশ হার্ডিং।

ওই যানে পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন ৭৭ বছর বয়সী পল-অঁরি নারজিওলেট ফরাসি সাবেক নৌবাহিনীর ডুবুরি এবং খ্যাতনামা অভিযাত্রী। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকালে এক সংবাদ সম্মেলনে আমেরিকার উপকূল রক্ষী বাহিনী আমেরিকান কোস্ট গার্ডের রিয়ার অ্যাডমিরাল জন মগার জানান যে সমুদ্রতলে যেসব ভাঙা টুকরো পাওয়া গেছে সেগুলো টাইটান সাবমর্সিবলের অংশ বলে মিলে গেছে বলেই তাদের ধারণা। টাইটান কীভাবে বিধ্বস্ত হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ধারণা করা হচ্ছে যানটি তালিয়ে যাবার সময় তাতে আকস্মিক বিশাল একটি বিস্ফোরণ হয়েছে। তিনি বলেন ডুবোযানের ভেতর ব্যাপকভাবে চাপ কমে যাওয়ায় এই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে তাদের ধারণা। রিয়ার অ্যাডমিরাল মগার বলেন ভাঙা টুকরোগুলোর ধরণ ও আকৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে ডুবোযানটিতে বিপর্যযকর বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এর কারণ, তিনি বলেন, এর মধ্যে দুটি টুকরো রয়েছে- একটি হল টাইটানের টাইটানিয়ামের তৈরি সামনের ছুঁচলো মুখ এবং অন্যটি যানটির লেজের অংশ - যার থেকে ধারণা করা যায় ডুবোযানটি বিস্ফোরণে মাঝখান থেকে ফেটে যায়। ডুবোযানটি নিখোঁজ হবার পর থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেটির বিশাল অনুসন্ধান কাজ শুরু হয় যাতে অংশ নেয় আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটিশ এবং ফরাসি বিভিন্ন বাহিনীর উদ্ধারকারীরা। আরওভি নামে পরিচিত দূর-নিয়ন্ত্রণ চালিত জলের নিচের অনুসন্ধান যান এই ভগ্নাবশেষ খুঁজে পায় টাইটাইনিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রায় ১৬০০ ফুট (৪৮০মিটার) দূরে। সেখানে পাঁচটি পৃথক টুকরো খুঁজে পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় যে সেগুলো টাইটানের ভাঙা টুকরো যার মধ্যে যানটির লেজের কোনাকৃতি একটি অংশও রয়েছে।

রিয়ার অ্যাডমিরাল মগার বলেন যানটির পাঁচজন আরোহীর মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হবে কিনা এ বিষয়ে তার কাছে কোন উত্তর নেই। সমুদ্রের তলদেশের পরিবেশ অত্যন্ত বিপজ্জনক, তিনি জানান। তিনি বলেন কী ঘটেছিল সে বিষয়ে তদন্ত চলাকালীন আরওভি-গুলো ওই এলাকা ছেড়ে যাবে না। কোন সংস্থা এই তদন্ত চালাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়, কারণ কোন সাবমার্সিবলে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তা তদন্তের দায়িত্ব কার সে বিষয়ে কোন নিয়মনীতি নেই। রিয়ার অ্যাডমিরাল বলেছেন বিষয়টি খুবই জটিল কারণ দুর্ঘটনা ঘটেছে আটলান্টিক মহাসাগরের একটি প্রত্যন্ত অংশে এবং ডুবোযানটিতে ছিলেন বিভিন্ন দেশের নাগরিক।

তবে এ পর্যন্ত যেহেতু অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছে আমেরিকান কোস্ট গার্ড কাজেই তদন্তের ব্যাপারে তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।